চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর

নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
Sister Masala
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 February, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১২ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিএএ বিরোধী বিক্ষোভে রণক্ষেত্র দিল্লি, পুলিশ কনস্টেবল সহ হত তিন

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলন ফের একবার হিংসাত্মক আকার ধারণ করল। সোমবার দিল্লির উত্তর-পূর্বে জাফরাবাদের মৌজপুর এবং ভজনপুরা এলাকায় বিক্ষোভ চলাকালীন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয় এক কনস্টেবলের । পাশাপাশি দু'জন সাধারণ নাগরিকেরও মৃত্যু হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর-পূর্ব দিল্লির একাধিক জায়গায় নতুন করে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছে। আজই দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন সস্ত্রীক ডোনাল্ড ট্রাম্প। সন্ধ্যায় আগরা থেকে তিনি দিল্লি আসেন। তার মধ্যে এই ঘটনায় চিন্তা বেড়েছে সাউথ ব্লকের।

দিল্লিতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলন ও সিএএ সমর্থকদের মিছিলে রবিবারই রণক্ষেত্রের চেয়ার নিয়েছিল দিল্লি। সোমবার দুপুরেও তা নিয়ে সিএএ বিরোধীবিক্ষোভ চলছিল গোকুলপুরি, ভজনপুরা এলাকায়। তখনই সিএএ-র সমর্থনে একদল মানুষ সেখানে এসে হাজির হয় বলে অভিযোগ। দুই মিছিল মুখোমুখী হতেই পরিস্থিতি তেতে ওঠে। রাস্তার উপরই দু'পক্ষের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বেধে যায়। একে অপরকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি ইটবৃষ্টি করতে থাকে। বেশ কিছু গাড়িও দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি একটি পেট্রোল পাম্পেও আগুন ধরানো হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের একটি বাহিনী। লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে পুলিশ। তাতে সংঘর্ষ চরম আকার নেয়। পুলিশকে লক্ষ্য করেই ইটবৃষ্টি শুরু হয়। তাতেই মাথায় গুরুতর আঘাত পান রতন লাল নামের এক হেড কনস্টেবল। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। নিহত পুলিশ কনস্টেবল পুলিশের অ্যাসিস্টান্ট কমিশনারের দফতরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন এক পদস্থ পুলিশ অফিসার।

অন্যদিকে সংঘর্ষে আহত হন মহম্মদ ফুরকান নামে আরও এক সাধারণ নাগরিক। সংঘর্ষে আহত হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেলের দিকে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঘটনার সময়কার একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে পিস্তল উঁচিয়ে পুলিশকে শাসানি দিতে দেখা গিয়েছে এক যুবককে। এমনকি গুলির শব্দও শোনা গিয়েছে।

আজকের সংঘর্ষে একাধিক পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন বলেও খবর।বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে একাধিক পুলিশকর্মী গুরুতর আহত অবস্থায় জিটিবি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এছাড়া এদিন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক মোটর বাইক ঊ এমনকি একটি পেট্রোল পাম্পেও আগুন ধরানো হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়।

বিক্ষোভ যাতে চরম আকার ধারণ না করে, তার জন্য ইতিমধ্যেই জাফরাবাদ, মৌজপুর-বাবরপুর, জোহরি এনক্লেভ এবং শিব বিহার মেট্রো স্টেশনের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেখানে কোনও ট্রেন দাঁড়াবে না। ওই এলাকায় ১৪৪ ধারাও জারি হয়েছে। সোমবারই সপরিবারে দু'দিনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমেরিকা ভারতের সদা বিশ্বস্ত বন্ধু, বললেন ট্রাম্প, সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে, দাবি মোদীর

আহমেদাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ভারতকে ভালবাসে আমেরিকা, আমেরিকা ভারতকে সম্মান করে এবং আমেরিকা সর্বদা ভারতীয় জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত বন্ধু থাকবে। সোমবার দুপুরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম মোতেরা স্টেডিয়ামে আয়োজিত 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠানে এই মন্তব্যই করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়শী প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেছেন, 'একজন ব্যতিক্রমী নেতা, ভারতের একজন অনবদ্য চ্যাম্পিয়ন, একজন ব্যক্তি যিনি নিজের দেশের জন্য দিন-রাত কাজ করে চলেছেন, আমার প্রকৃত বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।এই অসাধারণ আতিথেয়তাকে আমরা সর্বদা মনে রাখব, এই আতিথেয়তা আমি ও মেলানিয়া চিরকালের জন্য মনে রাখব। এই দিন থেকে, ভারত সর্বদা আমাদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান অধিকার করবে।' ট্রাম্পের কথায়, 'ভারতকে ভালবাসে আমেরিকা, আমেরিকা ভারতকে সম্মান করে এবং আমেরিকা সর্বদা ভারতীয় জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত বন্ধু থাকবে।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিন বলেছেন, পাঁচ মাস আগে টেক্সাসের একটি বিশাল ফুটবল স্টেডিয়ামে আপনাদের মহান প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছিল আমেরিকা এবং আজ আহমেদাবাদে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আমাদের স্বাগত জানাল ভারত। বন্ধু নরেন্দ্র মোদীর জন্য গর্বিতঊ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে শ্রদ্ধা করে। একজন চা-ওয়ালা ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সবাই তাঁকে ভালবাসেন, তবে আমি আপনাদের বলতে চাই, তিনি খুব অদম্য। মানুষের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছে ভারত। ভারতে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান একসঙ্গে থাকেন। সব ধর্মের মানুষ ভারতে মিলেমিশে থাকেন। গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, সহিষ্ণু দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে ভারত। সবার সম্মান রক্ষা করে চলেছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়শী প্রশংসা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আপনি শুধুমাত্র গুজরাটের গর্ব নন, আপনি প্রমাণ করেছেন যে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয়রা যে কোনও কিছুই অর্জন করতে পারেন, যা তাঁরা চায়। প্রধানমন্ত্রী একটি অবিশ্বাস্য উত্থানের চলমান গল্প।

বলিউড চলচ্চিত্র এবং ক্রিকেটার শচিন তেণ্ডুলকর ও বিরাট কোহলির ভূয়শী প্রশংসা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'বিশ্বের সর্বত্র বলিউড ছবি, ভাঙড়া এবং ডিডিএলজে এবং শোলের মতো ক্লাসিক ছবি দেখে আনন্দিত হন মানুষজন। এই দেশে সারা বছর প্রচুর সিনেমা তৈরি হয়, প্রতিভায় পরিপূর্ণ এই দেশ। বহু ক্রিকেটার তৈরি হয়েছে এই দেশে, তার মধ্যে অন্যতম শচিন তেণ্ডুলকর, বিরাট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুজরাটে বিমানবন্দরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

তেলিয়ামুড়ায় পাচারকালে কাঠ উদ্ধার চলল গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বনকর্মীরা অভিযান চালিয়ে গাড়ি সহ অবৈধ কাঠ উদ্ধার করল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাম্পাই এলাকায়। সোমবার ভোর রাতে বন কর্মীরা খবর পায় চাম্পাই-এর দাউছড়া শান্তিনগর সড়কে কাঠ পাচার হবে।

এই খবরের ভিত্তিতে বন কর্মীরা ঘটনাস্থলে প্রত্যক্ষ করে টিআর০৬-১৫২৮ নম্বরের একটি ম্যাজিক মিনিট্রাক দিয়ে কাঠ নিয়ে যাচ্ছে। বন কর্মীরাও গাড়ির পেছনে ধাওয়া করে প্রায় চার পাঁচ কিলোমিটার পথ। অবস্থা বেগতিক বুঝে বন কর্মীরা শূন্যে ৪-৫ রাউন্ড গুলি চালায়। পরে পাচারকারীরা দাউছড়া শান্তিনগর সড়কের চাম্পাই এর মুখে গাড়িটি দাঁড় করিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন তেলিয়ামুড়া রেঞ্জের ফরেস্টার রাজু দেব।

বন কর্মীরা গাড়ি সহ অবৈধ কাঠ উদ্ধার করে তেলিয়ামড়ার গামাইবাড়িস্থিত অফিসে নিয়ে আসে। বন কর্মীরা জানায় উদ্ধারকৃত অবৈধ কাঠের বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লাখ টাকা। আঠারোমুড়া পাহাড়ের বনাঞ্চলের মূল্যবান গাছ পাচারকারীদের হাত ধরে পাচার হচ্ছে অহরহ। বিষয়টি বনকর্মীদেরও অজানার কথা নয়। তাই বন কর্মীরা অবৈধ কাঠ পচার রোধে অভিযান চালাচ্ছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যায় বৃক্ষনিধন হচ্ছে।

পূর্ত ঘোটালা মামলায় যশপালকে জেল হেফাজতে পাঠাল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় পূর্ত ঘোটালায় ধৃত প্রাক্তন মুখ্যসচিব ওয়াই পি সিংকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু, আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি। তার বদলে তাঁকে ৭ মার্চ পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। তবে, জেল হেফাজতে থাকাকালীন চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত সুবিধা বন্দোবস্ত করার জন্য জেল সুপারকে আদালত নির্দেশ দিয়েছে।

তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে সোমবার ওয়াই পি সিং-কে পশ্চিম জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক এস দত্ত পুরকায়স্থের এজলাসে তোলা হয়েছিল। ওইদিনও কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে তাঁকে আদালতে নেওয়া হয়েছিল। আজ আদালতে পুলিশ পুনরায় তাঁর ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু আদালত পুলিশ রিমান্ডের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তবে, প্রয়োজনে জেল হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত তিনি জেল হেফাজতে কাটাবেন।

ওয়াই পি সিং-র আইনজীবী জানিয়েছেন, আদালত তাঁর মক্কেলকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। তবে, চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তাঁকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য জেল সুপারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তাতে, লবন ছাড়া খাবার, নরম বিছানা সাথে শৌচালয়ের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। তিনি জানান, পুলিশ তাঁর মক্কেলের স্বাক্ষর চেয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালের বিমানে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় সকাল-সন্ধ্যা অনির্দিষ্টকালের বন্‌ধের ডাক সংযুক্ত কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রতি ত্রিপুরা সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ এনে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমায় সকাল-সন্ধ্যা অনির্দিষ্টকালের বনধের ডাক দিয়েছে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত কমিটি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ।

তিনি বলেন, ছয়টি সংগঠন মিলে সংযুক্ত কমিটি একত্রিত হয়ে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে ঝাঁপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাঁর দাবি, মিজো কনভেনশন, ওয়াইএমএ, ওয়াইএমএজেড, এমসিওয়াইডব্লিও, নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং যুব নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এই ছয়টি সংগঠন একত্রিত হয়ে সংযুক্ত কমিটি গঠন করেছি। ওই কমিটির ব্যানারে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে সকাল-সন্ধ্যা অনির্দিষ্টকালের বনধ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার রিয়াং শরণার্থীদের জন্য ঢালাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ, হিংসার স্বীকার বাঙালি উদ্বাস্তুদের সহযোগিতার বদলে তাদের রেশন বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরা সরকার বাঙালি উদ্বাস্তুদের সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। তাই, দাবি আদায়ে অনির্দিষ্টকালের বনধের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তাঁর দাবি, রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন, তা নাহলে তাদের কাঞ্চনপুর মহকুমা ছাড়া অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হোক। সাথে তিনি যোগ করেন, ২০০০ সলথেকে উদ্বস্তুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা আইসিপিতে ইয়াবা সহ আটক এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নেওয়ার সময় আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টে ২০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক ব্যক্তিকে বিএসএফ আটক করেছে। তবে, তার সঙ্গী অপর পাচারকারী সুযোগ বুঝে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

আইসিপি-তে বিএসএফ-র কর্তব্যরত আধিকারিক জানিয়েছেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলায় আশ্রম চৌমুহনীর বাসিন্দা রামু সাহা(৩৮) আজ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। আইসিপি-তে বিএসএফ জওয়ানরা তাকে তল্লাশি করলে তার ব্যাগ থেকে ২০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। তাকে আটক করা হলে তার অপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে আগুনে পুড়ল ছয়টি দোকান, ক্ষয়ক্ষতি প্রচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ছয়টি দোকান পুড়েছে। তার মধ্যে দুইটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দিনের বেলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বড়সড় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

আজ সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ সিপাহীজলা জেলার অধীন বিশালগড় মধ্যবাজারে একটি মোবাইলের দোকানে আগুন লাগে। দোকান মালিক হটাৎ লক্ষ্য করেন দোকানের পেছন দিকে ধুয়া উড়ছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের স্টুডিওতে ছড়িয়ে পরে। সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু, দমকল বাহিনী আসার আগেই আগুন পাশের আরো দোকানে

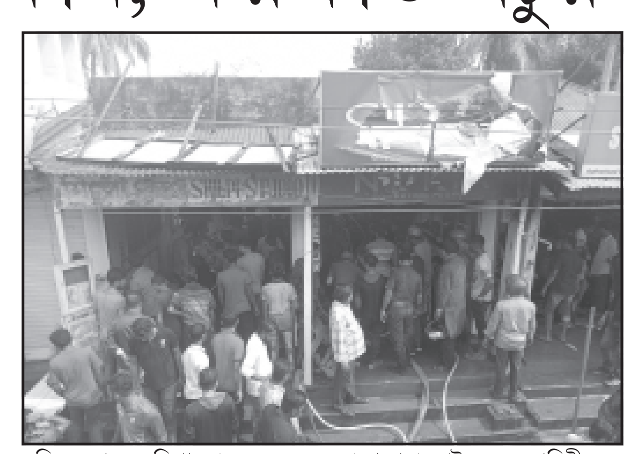

ছড়িয়ে পরে। বিশালগড় দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীকে। সাথে বাধারঘাট দমকল বাহিনীকেও খবর পাঠানো হয়। বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীর দুইটি ইঞ্জিনে মিলে আগুন আয়ত্বে আনার চেষ্টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পার্টি অফিসে হামলা ভারপ্রাপ্ত ডিজিপির কাছে স্মারকলিপি সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধী দল সিপিআইএম(এর) দলীয় অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও মিথ্যা মামলা রুজু করার ঘটনা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দল। সিপিআইএম-এর এক প্রতিনিধি দল সোমবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্যে বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার হরনের গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে বলে অভিযোগ করেছেন সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ। দলের এক প্রতিনিধি দল সোমবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কার্যালয়ে এসব বিষয় নিয়ে ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই অভিযোগ করেন। সিপিআইএম-এর বর্ষীয়ান নেতা বিজন ধর অভিযোগ করেছেন ধর্মনগরে সিপিআইএম-এর জেলা অফিসটি এখনও পর্যন্ত ছয়বার আক্রান্ত হয়েছে। গতকালও প্রকাশ্য দিবালোকে বিনা প্ররোচনায় সিপিএমের উত্তর জেলার ধর্মনগর জেলা অফিসে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। হামলায় পাঁচজন দলীয় কর্মী আহত হয়েছেন।

শুধু তাই নয়, সিপিআইএম সমর্থকদের বাড়িঘরেও হামলা, হুজ্জুতি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এলাকার বিরোধী দলের নেতা-কর্মী সমর্থকরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্য পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহানির্দেশকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ধর্মনগরে একটি পুলিশ পিকেট বসানোর জন্যও দাবি জানানো হয়। শুধু তাই নয়, বিরোধীদের মিটিং, মিছিল ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পরিকল্পিতভাবে বিরোধীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০ লক্ষাধিক টাকার পাচার সামগ্রী উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। সীমান্ত এলাকায় টহল দেওয়ার সময় পাচার সামগ্রী আটক করেছে বিএসএফ। প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার পাচার সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ। তার মধ্যে ১৩ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মোবাইল ফোন রয়েছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ কুমার ভর্মা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার মতিনগর বিওপি এলাকায় টহল দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন বিএসএফ জওয়ানরা। তাদের পিছু ধাওয়া নিলে পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওই এলাকায় তল্লাশি করে বিএসএফ জওয়ানরা ৯১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। এগুলোর বাজারমূল্য আনুমানিক ১৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৬৪ টাকা। এদিকে, সীমান্ত এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুকীর্তি ঢাকতে নিষ্পাপ সদ্যোজাত শিশুকে খুন করে পুঁতে রাখা হল গোবরের স্তূপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। মায়ের কুকীর্তি ঢাকতে গিয়ে একটি নিষ্পাপ অবুঝ শিশুকে খুন করা হল। প্রতিবেশী কাকার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতিজী। আর এই অবৈধ সম্পর্কের জেরে জন্ম নেয় এক কন্যা সন্তান। প্রসব হওয়ার পরপরই ওই সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে খুন করা হয়। রোমহর্ষক ও পৈশাচিক ঘটনাটি ঘটেছে, কৈলাসহর মহকুমার খাওরাবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই ঘটনার জন্য প্রসূতি মায়ের বাবা হেমেন্দ্র নম ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, ইরানী থানার অধীন খাওরাবিল গ্রামের জনগণ দেখতে পায় স্থানীয় একটি ছড়ার জলে পড়ে রয়েছে একটি সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ। এই খবর চাউড় হতেই প্রসূতি মায়ের বাবা ও মা সাথে সাথে ওই ছড়ায় ছুটে যায় এবং সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং গোবরের স্তূপে চাপা দিয়ে রাখে। এদিকে, এই বিষয়টি এলাকার লোকজন বুঝতে পারে এবং চাপ দিতে থাকে ওই পরিবারের সদস্যদের উপর। পরে শিশুকন্যার মৃতদেহটি গোবরের স্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়।

এলাকার লোকজন সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি ইরানী থানায় খবর দেয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। তারপরই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানিয়েছে, ওই প্রসূতি মায়ের দুই বছর আগে আসামের মাকুন্দায় এক যুবকের সাথে বিয়ে হয়েছিল। পারিবারিক বিবাদের জেরে স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাপের বড়িতে চলে আসে।

এখানে এসে ওই মহিলা প্রতিবেশী কাকার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে। ওই প্রতিবেশী কাকার নাম সুমন্ত নমঃ। তাদের এই অবৈধ সম্পর্ক শারীরিক সম্পর্কের পর্য্যায়ে চলে যায়। ওই মহিলা কুকীর্তির খেসারত হিসেবে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। দিনে দিনে ওই মহিলার শারীরিক পরিবর্তন আসে। প্রতিবেশীরা নানা প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। তখন ওই মহিলা জানায় যে সে তাঁর স্বামীর বাড়িতে থাকাকালীন গর্ভবতী হয়েছিল। এই অবাস্তব ও মনগড়া গল্প প্রতিবেশীরা মেনে নেয়নি। তাকে চাপ দিতে থাকে কিন্তু, সত্য কথা বলেনি।

শেশে রবিবার বাড়িতেই ওই মহিলা একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। প্রসব হওয়ার পরপরই পরিবারের লোকজন শিশু সন্তানটিকে খুন করে এবং মৃতদেহ ছড়ার জলে ফেলে দেয়। সকালে বিষয়টি লোকসমক্ষে চলে আসতেই শুরু হয়ে যায় দৌড়ঝাপ। এলাকার লোকজনের চাপের মুখে ওই মহিলা ও তার পরিবারের লোকজন জানায় যে প্রতিবেশী কাকা সুমন্ত নমঃ এর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আর তারই ফল হচ্ছে ওই শিশু সন্তানের জন্ম।

এদিকে, এদিনের ঘটনার পরপরই পাষন্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুয়ার সামগ্রী ও ৪০,১৫৫ টাকাসহ চার জুয়াড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। জুয়ার সামগ্রী ও নগদ টাকা সহ চার জুয়াড়িকে আটক করেছে পুলিশ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবাজার আশ্রম টিলায় শিবরাত্রি উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় ওই জুয়ার আসরে হানা দিয়ে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও জাঁকজমকভাবে ৪ দিন ব্যাপী শিবরাত্রি মেলা অনুষ্ঠিত হয় আশ্রম টিলা এলাকায়। অভিযোগ, মেলা কমিটি, বাইখোরাস্থিত জনৈক রেস্টুরেন্ট মালিক এবং বেতাগার এক ব্যক্তি ওই জুয়ার আসরের আয়োজক। তাদের মধ্যেই প্রতিদিন মেলা প্রাঙ্গনে জুয়ার আসার বসেছে। তাতে, বহু মানুষ সর্বশান্ত হয়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে আজ শান্তিরবাজার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১৩৭ ◻ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ◻ ১২ ফাল্গুন ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বার এসোর ভোটের শিক্ষা

ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনী ফলাফল ক্ষমতাসীন বিজেপিকে বুঝাইয়া দিল 'এখনই সতর্ক না হইলে সামনে বড় বিপদ'। গত নির্বাচনে যেখানে ত্রিপুরা বারের নির্বাচনে গেরুয়া ঝড় বহিয়া গিয়াছিল আজ এমনভাবে পর্য্যদস্ত কেন? এক বছরের মধ্যে বার এসোর ফলাফল সম্পূর্ণ বদল হইবার ঘটনাকে কোনও মতেই খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের নামে বাম কংগ্রেস একজোট হইয়া দেখাইয়া দিয়াছে কিভাবে মোক্ষম জবাব দিতে হয়। মোট পনেরটি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি মাত্র তিনটি আসনে জয়ী হইয়াছে। বারটি আসন গিয়াছে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের নামে বিরোধী জোটের দখলে। তার মধ্যে কংগ্রেস ছয়টি ও সিপিএম ছয়টি আসনে জয়ী হইয়া রেকর্ড গড়িয়াছে। বারের এই নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল ক্ষমতাসীন দলের পায়ের তলার মাটি কার্য্যত কতখানি শক্ত। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শক্তি এখন নিস্তেজ। চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা অবস্থাতেই আছে মানুষ। মুখ খুলিতে চায় না। প্রতিবাদী হইতে ভয় পায়। এই সত্যিকে যদি ক্ষমতাসীন দল অস্বীকার করে তাহা হইলে নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল মারিয়া যাইবে। রাজ্য সরকারের প্রতিটি কাজ সিদ্ধান্ত জনমনে কি প্রভাব ফেলিতেছে তাহা যাচাই করিতে কি আগ্রহী ক্ষমতাসীন সরকার ও দল? শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ হেভিওয়েট মন্ত্রী। তাঁহার আইন ও শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্তে রাজ্যের মানুষ কতখানি খুশী। এইসব পর্যালোচনা, যাচাই কি দলীয় স্তরে হয়? তৃণমূল স্তরে বিজেপির সংগঠন তো এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। ফলে, তৃণমূল স্তরের অভাব অভিযোগ দাবী প্রয়োজন অপ্রয়োজন এইসব কি বিচার বিশ্লেষণের সুযোগ আছে। আর এই সুযোগে বাড়িতেছে আমলা নির্ভরতা। ফলে, জনমনে ক্ষোভের আঁচ মিলিতেছে না।

ত্রিপুরা বারের নির্বাচন বিজেপির চক্ষু খুলিয়া দিতে পারে। ক্ষোভ বিক্ষোভের ঢেউ নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে, মানুষ সব নতমস্তকে মানিয়া নিতেছে। সময় সুযোগ পাইলেই যে মানুষ জবাব দিতে জানে ত্রিপুরা বারের নির্বাচন দেখাইয়া দিল। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, মানুষকে কথার ফুলঝুরি দিয়া বেশীদিন বাগে রাখা যায় না। ত্রিপুরায় কংগ্রেস তো প্রায় অস্তিত্বহীন, সিপিএম তো তেমন শক্তি দেখাইবার মুরোদ নাই। এই দুই দল দেখাইয়া দিল সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের পরিণতি কি হয়। সারা দেশে জুড়িয়াই চলিতেছে এক অস্থির পরিস্থিতি। এনআরসি, সিএএ নিয়া উত্তেজনা চলিতেছে। রাজধানী দিল্লীতে আন্দোলন থামিয়া নাই। এই যখন দেশের পরিস্থিতি তখন ত্রিপুরা বারে বিজেপির শোচনীয় ফলাফল কিসের ইঙ্গিত? এই বার্তা তো রাজ্যের সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িবে। সামান্য বারের নির্বাচনের ব্যাপ্তি কতখানি তাহা মুখ্য বিচারের সময় উপস্থিত।

একথা সত্যি যে, আদালত নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের শেষ ভরসাস্থল। আইন আদালত যত বেশী শক্তিশালী হইবে ততই মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হইবে। আদালতকে রাজনীতি মুক্ত রাখিবার পক্ষে অনেক মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আদালতকে রাজনীতি মুক্ত করিবার কথা মুখে যতখানি বলা হয় কাজে সামান্যও হয় না। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন আদালতকে রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখা হইলে আইনের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়িবে। কিন্তু, তাহা কি সম্ভব? সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গেই তো সরকারী আইনজীবী বদল হইয়া যায়। এইবার বিজেপি সরকার সরকারী আইনজীবী নিয়োগে ক্যাডার সার্ভিস চালুর চিন্তাভাবনা করিতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় আইনজীবীদের মধ্য হইতেই রাজনৈতিক নেতা উঠিয়া আসিতেছে। দেশের বড় বড় আইনজীবীদের অনেকেই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত বা সরাসরি রাজনীতি করিতেছেন। ত্রিপুরার এক বরিষ্ঠ আইনজীবী একটি দলের প্রদেশ সভাপতির দায়িত্বে আছেন। সুতরাং বার নির্বাচনে রাজনীতি ছিল আগামীদিনেও থাকিবে। আর এই নির্বাচনে যাহারা ভোট দেন তাহারা অনেক বেশী সজাগ সচেতন বলিয়াই আমরা মনে করি। আর এই কারণেই বারের এই নির্বাচনী ফলাফলকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

সাত বছর পুরনো ঝংকার হত্যাকাণ্ডের রায়, ১২ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে চারজনকে খালাস, সাজা ঘোষণা শুক্রবার

ডিফু (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ২০১৩ সালের ২৫ জুন ঝংকার শইকিয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রায় দান করেছে কারবি আংলং জেলা ও দায়রা আদালত। সোমবার জেলা ও দায়রা বিচারপতি আনোয়ার উদ্দিন আহমেদের ডিভিশন বেঞ্চে মোট ১৬ জন অভিযুক্তের শুনানি গ্রহণ হয়েছে। অভিযুক্ত ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ডিএসপি রমেশ নাথ, হাবিলদার হরুণ বরা-সহ চারজনকে বেকসুর খালাস করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দোষী ১২ জনের সাজা ঘোষণা করা হবে।

২০১৩ সালের ২৫ জুন, প্রায় ৭ বছর আগে রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের জেলা সদর শহর ডিফুতে অটোরিকশার ভাড়াকে কেন্দ্র করে সামান্য কথা কাটাকাটির পর বাবা হরেন শইকিয়া এবং কিশোর ছেলে ঝংকার শইকিয়াকে দলবদ্ধভাবে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল কতিপয়। মারের চোটে আহত বাবা ও ছেলেকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে ১ জুলাই ঝংকারের মৃত্যু হয়। সেদিনের ঘটনা কতিপয় পুলিশ কর্মীর সামনে সংগঠিত হয়েছিল। গোটা রাজ্য কাঁপানো হত্যাকাণ্ডের মামলায় পুলিশের ডিএসপি রমেশ নাথ, হাবিলদার হরুণ বরা-সহ মোট ১৬ জনকে অভিযুক্ত করে তদন্ত চালিয়ে যায় ডিফু সদর থানার পুলিশ। তাদের মধ্যে ১৪ জন এখনও ডিফু জেলা কারাগারে বন্দি। এদিকে নিজের চোখের সামনে ছেলের ওপর নৃশংস হামলার পর দুঃস্মৃতি ভুলতে বাবা হরেন শইকিয়া চিরদিনের জন্য ডিফু শহর ছেড়ে চলে যান।

ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার পক্ষে সওয়াল নিক লো-র

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে চায় ব্রিটেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা যেমন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দুই দেশের এক যোগে কাজ করা উচিত বলে মনে করেন ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার নিক লো।

সোমবার কলকাতা প্রেসক্লাবে সাংবাদিকতায় নৈতিকতাবোধ সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিক লো বলেন, ভারত-ইংল্যান্ড সম্পর্ক শুধুমাত্র ক্রিকেট, কারি(মাংসের ঝোল), চায়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে দুই দেশকে এক যোগে কাজ করতে হবে।

ইউনাইটেড কিংডমের ফরেন এন্ড কমনওয়েলথ অফিসের ফারগাস অল্ড জানিয়েছেন, মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা চলমান গণতন্ত্রের জন্য জরুরি। সমৃদ্ধশালী সমাজের বিশেষ উপাদান হচ্ছে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা। সাংবাদিকরা যা বলছেন এবং লিখছেন তা সরাসরি জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে যাচ্ছে। তাই সাংবাদিকতায় নৈতিকতা বোধ একান্ত জরুরি।

বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন ২০১৮তে গোটা বিশ্বে ৯৯ সাংবাদিক এবং সংবাদকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। হিংসা, ভুয়ো খবর সাংবাদিকতার জন্য সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। জনগণের স্বার্থে সাংবাদিকদের কাজ করে যেতে হবে।

বিদ্যাসাগরের পথের কাঁটা

।। শ্যামল শীল।।

দেশের সাধারণ লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে কালাতিপাত করছিল, সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনা ও কাজ নিজের যুগকে ছাড়িয়ে ভাবীকালের দিকে দৃষ্টি রেখে নির্ধারিত হত। সারা জীবন তিনি সমাজকে, বিশেষত সমাজের নিরক্ষর, অবহেলিতদের কল্যাণহেতু নানা প্রকল্পের সক্রিয় ক্রিয়াম্বনে সচেষ্ট থেকেছেন। তার সমকালীন যুগকে অতিক্রম করে ভাবীকালের চিন্তাভাবনা করতেন. ব্যতিক্রমী ভাবনার অনুরূপ কাজ করতে গিয়ে তিনি পদে পদে বাধা পেয়েছেন আজীবন। কলকাতার সমাজ ও আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে, কটুক্তিতে যখন তার মন তিক্ত, দগ্ধ, জীবনের শেষ বয়সে তিনি বর্তমান ঝাড়খন্ডের কারমাটারে এসে বেশ কিছু জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে সেখানে নিরক্ষর, সিধেসাধা, গরিব সাঁওতালদের সান্নিধ্যে থেকে তাদের সেবাকাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের মতো ভদ্রবেশধারী আর্যসন্তান অপেক্ষা আমরা অসভ্য সাঁওতাল ভালো লোক। তিনি নানাভাবে এই সাওতালদের আর্থিক ,সামাজিক ভাবে সাহায্য করে, তাদের প্রতি আত্মীয়সুলভ আচরণ করে এবং তাদের ও পরিবারের জন্য দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে তাদের উপকারের কাজে নিজেকে সদা ব্যস্ত রেখেছেন। পরে এই প্রসঙ্গে আসা যাবে।

অদ্ভূত আঁধার এখ এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/ যারা অন্ধ স বচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা।

পৃথিবীর অদ্ভুত আঁধার নেমে আসার কথা কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন. কবির উচ্চারণ শাশ্বত, কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে প্রায়শই। যদিও পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অনেক পরে কবি জীবনানন্দ দাসের জন্ম হয়। তার লেখা, অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ শীর্ষষ কবিতা থেকে উপরোক্ত পংক্তি তুলে ধরা হল শুধু একথা বোঝাতে, সমাজে বিদ্যমান কোনও অন্ধ কুসংস্কার, অপ্রয়োজনীয় প্রথাকে বন্ধ বা নির্মূল করার জন্য যখন কোনও পদক্ষেপ বা উদ্যোগ যখন নেয়ার চেষ্টা হয়েছে, সে সময় কতিপয় মানুষ দৃষ্টি থাকতেও সমাজের সংস্কারক মন্দ চোখে দেখেন এবং সেই সুকাজে বাধা দেবার আপ্রাণ সক্রিয় চেষ্টা চালিয়ে যান। বিদ্যাসাগর যখন সমাজে বিদম্যান অন্ধকার সংস্কারকে নির্মূল করার যাবতীয় উদ্যোগ নিচ্ছেন, সেই সময় সমাজের উপর তলার গোঁড়া মানসিকতার মানুষরা তীব্রভাবে সে প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে অহরহ বাধা সৃষ্টি করেছেন। নানাভাবে আক্রমণ করে সংস্কারককে নিরস্ত্র, পর্যুদুস্ত করবার চেষ্টা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, ভারতের নবজাগরণের অগ্রপথিক বিদ্যাসাগর সমাজের ভালোর জন্য যখনই কিছু করতে গিয়েছেন, সেই কাজ করতে প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে অহরহ বাধা সৃষ্টি করেছেন। নানাভাবে আক্রমণ করে সংস্কারকে নিরস্ত্র, পর্যদুস্ত করবার চেষ্টা করেছেন। আগেই বলা হয়েছেষ ভারতের নবজাগরণের অগ্রপথিক বিদ্যাসাগর, সমাজের ভালোর জন্য যখনই কিছু করতে গিয়েছেন, সেই কাজ করতে গিয়ে তাকে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাধা এসেছে সমাজের উপরতলার মান্যগণ্য মানুষের কাছ থেকে। এক সময় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের মতো কিছু পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন. তবে সকলে নন অবশ্যই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ কতিপয় বিখ্যাত মানুষ তার সমস্ত শুভ উদ্যোগকে বরাবর সমর্থন করেছেন। বিদ্যাসাগরের আধুনিক মনন ও চিন্তনকে স্বীকৃত জানাতে, বিদ্যাসাগরের স্মৃতিতে আয়োজিতত, এক সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তার দেশবাসীরা তিরস্কারবাণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন।

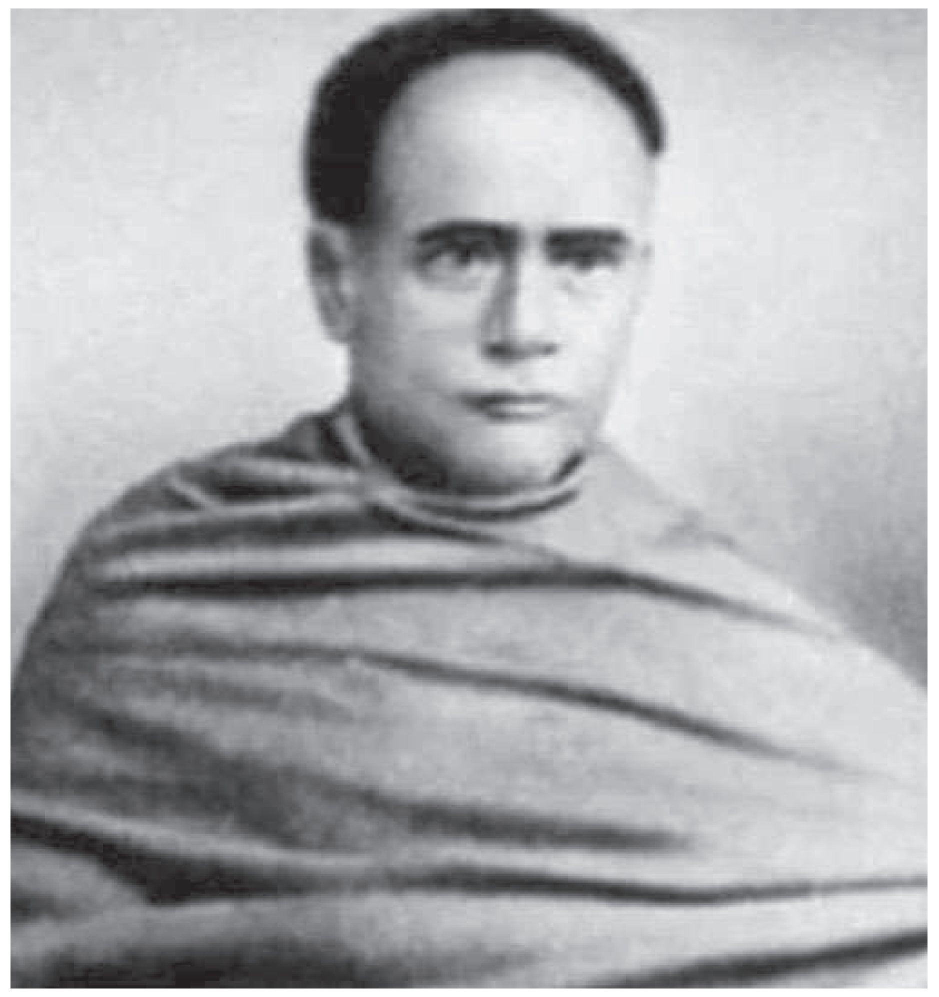

শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন, ১৮৫৫ সালে বিধবা বিবারকে আইনী স্বীকৃতি দেবার পক্ষে তিনি দুটি প্রবন্ধ ছাপালেন। এবার সংকীর্ণ হিন্দু সমাজের মৌচাকে ঢিল পড়ল। বিদ্যাসাগর যখন হিন্দু বিধবা রমণীর বিবাহের আইনীর স্বীকৃতির জন্য একটা খসড়া প্রস্তুত করে সরকারের কাছে আবেদন জমা দিলেন, সেই আবেদনে ৯৮৭ জন মানুষ সেই করেছিলেন। এর বিরোধিতায় তৎকালীন সংকীর্ণ হিন্দু সমাজ শুধু বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ৩৬ হাজার ৭৬৩ জন মানুষের সই সহ আবেদন সরকারের কাছে জমা প ড়ল। এই ঘটনার নথি দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভে আছে। এই নথিতে দেখা গেছে বিরোধীদের দরখাস্তে শুধু বাংলার মানুষেরাই নন, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত থেকেও সই সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু আশচর্যের ব্যাপার হল রাধাকান্ত দেবের বিশাল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও শেষমেশ বিদ্যাসাগরের জয় হল। বিধবা পুনর্বিবাহ বিল পাশ হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, এটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন কাজ। এ প্রসঙ্গে ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন, আমি আমার দেশের প্রথা ও কুসংস্কারগুলির দাস নই। আমার ভালোর জন্য এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য যা করা প্রয়োজন বলে মনে হয় আমি তাই করব। কোনও আত্মীয় কিংবা কোনও মানুষের ভয়ে আমি আমার কর্তব্য থেকে চ্যুত হব না।

আইনী স্বীকৃতি পেয়ে ক্ষান্ত থেমে থাকেননি বিদ্যাসাগর, শাস্ত্র, পুরান ঘেঁটে নিয়ত বিধান খুঁজে বের করবার প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। বিধর্ম ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিধবা বিবাহ যারা বন্ধ করতে যুক্তি সাজিয়েছিল, তাদে উত্তরে পরাশর সংহিতা খুঁজে বের করলেন প্রয়োজনীয় মন্ত্র, নষ্টে মৃতে প্রব্রজিনে ক্লীবে চ পতিতে পর্তো/ পঞ্চসাপৎৎসু নারীনাং পতিবরেণ্যো বিধিয়েতে অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেস হলে, মারা গেলে, ক্লীব বা পতিত হলে এই পাঁচ প্রকার অবস্থায় নারীরা পতি গ্রহণ করতে পারে। বহুবিধবা রোদে বিদ্যাসাগর প্রয়াস করেছেন। বহু পত্রপত্রিকায় সহজ সরল বাংলায় প্রবন্ধ লিখে মানুষের মধ্যে চেতনা জাগৃত করবার চেষ্টা করেছেন। সেই সময় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিদ্যাসাগরের পথে বাধা সৃষ্টি কররার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের লেখা প্রবন্ধের বিরুদ্ধে তিনিও সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ লিখে জবাব দিতেন। তারানাথ লিখতেন সংস্কৃত ভাষায়, কিন্তু বিদ্যাসাগর লিখতেন স হজ বাংলায়। ফলত সহজ বাংলা ভাষায় লেখা বলে বেশি সংখ্যক সাধারণ মানুষের পড়তে ও বুঝতে অসুবিধা হত না। অন্যদিকে সংস্কৃতে লেখা প্রবন্ধের পাঠক সংখ্যা ছিল সীমিত, খুব কম লোক তা পড়ে বুঝতে পারত। এইভাবে বিদ্যাসাগর জনসাধারণের মধ্যে বহুবিবাহের অপগুণ চারিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

ধর্ম সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ছিলেন উদাসীন। ধর্মে মতিগতি নেই. ঘোর নাস্তিক বলে তাকে কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। কেউ ধর্ম বিষয়ে কিছু বলার জন্য প্ররোচনা দিলে বিদ্যাসাগর বলতেন, আমি ধর্ম সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলি না বেতের ভয়ে। নিজের বেতের ভয়েই অস্থির। অন্যদিকে, ধর্মের কথা বলিয়া বেত্রাঘাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ভয় পাই। তিনি চাইতেন শিক্ষার বিস্তার হলে মানুষের মন থেকে কুসংস্কারের সমস্ত আবর্জনা ক্রমশ দূর হবে। দর্ম বিষয়ে তার অন্য একটি উক্তি স্মরণীয়— হা ধর্ম। তোমার কর্ম বুঝা বার। কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে— তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত পাঠশালায় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে নিয়ে আসেন জি টি মার্শাল সাহেব। তখন পাঠশালায় সেক্রেটারি ছিলেন রসময় দত্ত। রসময়বাবু নানা ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে মসৃণভাবে কাজ করতে দিতেন না। তার কাজে স ব সময় বাধা দিতেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন কাজের মানুষ। অকাজে, বিশেষত তর্ক, মতামতের অমিল জনিত অহেতুক, অকারণে সময়নষ্ট করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। স্বাধীনভাবে কাজ করতে গিয়ে বাধা আসছে, বিদ্যাসাগর তা মেনে নিতে পারতেননা। ছয় মাসের মধ্যে পদত্যাগ করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভালো চাকরি পেয়ে চলে যান। এরপর রসময়বাবু অবসর গ্রহণ করলে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পাঠশালায় সেক্রেটারি পদে ফিরে আসেন। সেক্রেটারি পদে এসে তিনি ইংরেজ সরকারকে একটি রিপোর্ট পাঠান, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংস্কৃত পাঠশালা এক বছরের মধ্যেই কলেজ হয়ে যায়।

বাইরের মানুষ বা অনাত্মীয়রা তো ছিলেনই এমনকি বাড়ির আত্মীয়স্বজনরাও নানা সময়ে তাকে নানাভাবে উত্যক্ত, বিরক্ত করতে ছাড়েনি। ঘরের মানুষের কাছ থেকে তাকে কটুক্তিও শুনতে হয়েছে। বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দিনময়ীদেবীর অপত্য স্নেহ প্রশ্রয়ে তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র স্ত্রী দিনময়ীদেবীর অপত্য স্নেহ প্রশ্রয়ে তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিপথে চলে যায়, যা বিদ্যাসাগরকে পীড়া দিয়েছে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নারী শিক্ষা ও সকলের জন্য শিক্ষার প্রসারে তার নিরলস কাজকর্ম অবিস্মরণীয়। ভারতীয় সমাজ এখন তার কাজের সুফল ভোগ করছে।

(সৌজন্যে— দৈঃ স্টেঃ)

ভারত সফরে আগ্রহ ট্রাম্পের

।। অতনু বিশ্বাস।।

প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদি ছ'বার মার্কিন সফরে গিয়েছেন গত ছ'বছরে। তার মধ্যে ট্রাম্প-জমানায় চারবার। প্রতিবারই যে তিনি ট্রাম্পকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তবে কিনা ডোনাল্ড ট্রাম্প এই গ্রহের ব্যস্ততম লোকদের অন্যতম। চট করে তাজমহলটা দেখে মোতেরা স্টেডিয়ামে জনতার সংবর্ধনা নেয়ার সময় করে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ওদিকে মাস আট পরেই মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। তাতে ট্রাম্পের জেতাটা ঠিক নিশ্চিত বলা চলে না। আগের বার তো জিতেছিলেন একচুলের জন্য। হেরে গেলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই রাজকীয় আতিথ্য পাওয়ার সুযোগ নাও হতে পারে ট্রাম্পের। আবার জেকার সম্ভাবনাও বেড়ে যেতে পারে এই সফরের ফলশ্রুতিতে। এতশতবেবেই কি ভারত সফরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ট্রাম্প?

হ্যাঁ, খানিকটা ব্যস্তই বলা চলে। সেপ্টেম্বরে হিউস্টন হাউদি মোদি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ট্রাম্প নিজেই মুম্বাইয়ে এনবিএ ব্যাস্কেটবল খেলা সম্পর্কে বলেন, অ্যাম আই ইনভাইটেড, মি. প্রাইম মিনিস্টার? বোঝাই যাচ্ছিল ভারতে আসতে চলেছেন ট্রাম্প। যাই হোক, বড় কোনও বাণিজ্য চুক্তি যে ট্রাম্পের এই সফরে হচ্ছে না, সে তো ইতিমধ্যেই ঘোষিত। হেলিকপ্টার সফরের কারণ শুধুমাত্র তাজমহল দেখা কিংবা মোতেরাতে সংবর্ধনা নেয়া বিশ্বাস করা কষ্ট। আমেরিকার ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ জনতার মধ্যে ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ভারতীয়। এক শতাংশেরও কম। কিন্তু তারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি সচ্ছল। এদের গড় আয় খাঁটি মার্কিন পরিবারগুলির গড়ের দ্বিগুণ। উচ্চশিক্ষা এবং ভাল চাকরির নিরিখেও অনেকটাই এগিয়ে আছেন এরা। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে ডেমোক্র্যাটদেরই মোটের উপর ভোট দিয়ে এসেছে এই ভারতীয় অভিবাসীর দল। ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টিকে কম। ডোনাল্ড ট্রাম্পের টানাটানির নির্বাচনে এই অল্প ভোটও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আর সেই সঙ্গে নির্বাচনে বেশ অনেকটাই অর্থের জোগান দেয় ভারতীয় সম্প্রদায়। সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।

এর আগে ছয়জন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারত সফরে করে গিয়েছেন। এর মধ্যে ওবামা আবার এসেছেন দুবার। ১৯৫৯ সালে আইসেনহাওয়ার এসেছিলেন নেহরুর জমানায়। সেটা বিশ্বজুড়ে ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কাল।

ভারত আবার মার্কিন বা সোভিয়েত কোনও দিকেই না ঝুঁকে, ছিল জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে। রিচার্ড নিক্সনের ১৯৬৯ এর সফর মূলত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে টেনশন কাটানোর জন্যই রচিত হয়েছিল বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকে। ঠান্ডা যুদ্ধে ভারতের নিরপেক্ষথা তখনও অব্যাহত। কিন্তু ছয়েরদশকেরও শুরুতে পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকা দোস্তি করায় ভারত মার্কিন সম্পর্ক তখন বেশ খারাপ। জিমি কার্টারের ১৯৭৮ সালের সফরকে ১৯৭১ সালের ভারত পাক যুদ্ধ আর ১৯৭৪ এর ভারতের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষার প্রেক্ষাপটে দেখলে, কার্টার কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইকে পারমাণবিক আকাঙ্খা থেকে বিরত করতে পারেননি। ১৯৯৯ এর ভারত পাক যুদ্ধে প্রথমবারের জন্য ভারতের নেয় বিল ক্লিনটনের আমেরিকা। আর সেই প্রেক্ষিতেই ক্লিন্টনের ২০০০ এর ভারত সফর। ক্লিনটন তার ভারত সফরে যে পরিমাণ উষ্ণ অভ্যর্থনা আর উচ্ছ্বাস পেয়েছেন, ছয়ের দশকে বিটলস্ কিংবা রোলিং স্টোন এর বিশ্বজুড়ে নানা সফর তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। ক্লিনটনের সফরের সঙ্গেই শুরু হয়েছিল ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের এক নতুন অধ্যায়। আবার মনমোহন জমানায় জর্জ বুশের ২০০৬ সালের সফরের প্রধান বিষয় ছিল ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি। ২০১০ এ ওবামার প্রথম সফরও মনমোহন সিংয়ের আমলে। ১০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য চুক্তি ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী আসনের জন্য সওয়াল করেন ওবামা। ওবামা দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতে আসেন মোদির জমানায়।

২০১৫ র সাধারতন্ত্র দিবসের প্রধঅন অতিথি রূপে। ক্লিনটন ছাড়া কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টই কিন্তু ভারতে আসেননি নির্বাচনের বছরে। ক্লিনটনও এসেছিলেন তার দ্বিতীয়বারের শাসনকালে। মার্কিন নিয়ম অনুসারে, যার পর নির্বাচনে দাঁড়ানোর আর কোনও সুযোগ থাকে না। তাই ট্রাম্পের এবারের সফরে প্রেক্ষিতটা একেবারেই অনেরকম। ট্রাম্প পুননির্বাচনের জন্য লড়বেন। আর নির্বাচনের বছরে ট্রাম্পের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি বিদেশ সফর নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়া আর পর্যালোচনা যে মার্কিন সমাজে, সংবাদমাধমে ও রাজনৈতিক মহলে একপ্রকার অনিবার্য, সে তো ট্রাম্প নিজেও জানেন। আর, সেজন্যই এই হইচই তার অভীষ্ঠ সিদ্ধ করতে পারে। তাকে আরও একবারের জন্য দিতে পারে হোয়াইট হাউসের চাবি।

যদ্যি এসবের শুরু কিন্তু ওই হিউস্টনের হাউদি মোটি অনুষ্ঠানে। ৫০ হাজার ভারতীয় আমেরিকান যেখানে জড়ো হয়েছিল। মোদি বেশ জনপ্রিয় আমেরিকার ভারতীয়দের মধ্যে। তাই মোদির পালে চেপে এই ভারতীয় সম্প্রদায়ের সমর্থন পেতে নিঃসন্দেহে মরিয়া ট্রাম্প। হিউস্টনে প্রকাশ্যেই ট্রাম্পকে সমর্থন করে এসেছেন মোদি। ফিরতি নমস্তে ট্রাম্প অনুষ্ঠানে তার ভিত্তি দৃঢ় করতে চাইবেনই ট্রাম্প। ভারত সফর নিয়ে তাই তার এত উৎসাহ। তবে নির্বাচন নভেম্বরে, আর রাজনীতিতে আটমাস কিন্তু বড্ড বেশি সময়।

(প্রতিদিন)

সোমবার পুলিস কার্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত ডিজির কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন সিপিএম দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে জাপানের আরও বিনিয়োগ প্রত্যাশা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৪।। দেশে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে আরও জাপানি বিনিয়োগ প্রত্যাশা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন,দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সাথে বিদ্যুতের চাহিদাও দ্রুত বাড়ছে। কাজেই চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের এ খাতটিতে আরও বিনিয়োগের প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সোমবার তার কার্যালয়ে জাপানের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান জিরা (জেইআরএ) কোম্পানির প্রেসিডেন্ট সাতশী ওনডা সৌজন্য সাৎকালে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে জিরাসহ বিভিন্ন জাপানি কোম্পানি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দেশের বিদ্যুৎ খাতের সম্প্রসারণে তার সরকারের বিভিন্ন পদেপর বিষয় উল্লেখ করেন।

জিরা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন যে, তাদের কোম্পানি জাপানে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে, যা দেশের মোট চাহিদার ৫০ শতাংশ। তিনি বলেন, আমরা এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সম হচ্ছি। সাতশী ওনডা প্রধানমন্ত্রীকে রিলায়েন্স বাংলাদেশ পাওয়ার এবং এলএনজি কোম্পানির যৌথ প্রকল্প সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। যেটি দেশের মেঘনা ঘাটে একটি ৭১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে ২০২২ সাল নাগাদ উৎপাদন শুরু হবে। জিরা সভাপতি বলেন, আমরা সামিটের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আরও কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে চাই। সামিট-জিরা মিতসুবিশি কনসোর্টিয়াম ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করে আগ্রহপত্র (ইওআই) জমা দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা ড় তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকী এবং সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মুহম্মদ আজিজ খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য তাজে মুগ্ধ ট্রাম্প দম্পতি

আগ্রা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তাজমহলের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প এবং ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প উ ভারত সফরে এসে স্ত্রীকে নিয়ে মুগ্ধ চোখে তাজের সৌন্দর্য উপভোগ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উস্বামীর সঙ্গে তাজমহল ঘুরে দেখেন ট্রাম্প-কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পও। তাজ দর্শন শেষে ভিজিটর্স বুকে লেখেন, তাজমহল হ''ল ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য।

স্ত্রী মেলানিয়ার সঙ্গে তাজমহলের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদিন সুর্যাস্তের আগে তাজমহল পৌঁছান সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট উ গাইন নিতিন সিং রিঙ্কু তাজমহলের ইতিহাস ব্যক্ত করেন ট্রাম্প দম্পতির কাছে উ তা মনোযোগ সহকারে শোনেন দুই তারকা দম্পতি উ এদিন পৃথিবীর সপ্তম আশচর্যের অন্যতম তাজমহলের বিভিন্ন স্থানে দুজনকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতে দেখা যায় উ সেই সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে বিভিন্ন মুহুর্তে ছবিও তুললেন ট্রাম্প। তাজমহল ভ্রমণে খুশি মেলানিয়া। স্বামীর সঙ্গে তাজমহল ঘুরে দেখেন ট্রাম্প-কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্পও। তাজমহল দেখে আপ্লুত ট্রাম্প-কন্যাও।

এদিন তাজমহলের ভিজিটর্স বুকে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন তাজমহল হ''ল ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য। সেইসঙ্গে তাজমহল দেখে তিনি বিস্মিত এবং অনুপ্রাণিত বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প উ ট্রাম্পের সফরের আগে বিশেষ ভাবে সাজানো হয়েছে তাজমহলকে।এর আগে গুজরাটের ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধনের পরই তাজমহলের উদ্দেশে রওনা হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বিকেল ৪টে ১৭ মিনিটে আগ্রা পৌঁছন প্রেসিডেন্ট। আগ্রা বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প এবং ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে স্বাগত জানান রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। স্থানীয় শিল্পীরা মার্কিন রাষ্ট্রপতির সামনে ময়ূর নৃত্য পরিবেশন করে দেখান।

বিমানবন্দর থেকে হোটেল অমর বিলাস পৌঁছন তিনি। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিজের পরিবারকে নিয়ে তাজমহল দেখতে যান রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প। হোটেল থেক তাজমহল যাওয়ার রাস্তায় কড়া নিরাপত্তার বেড়াজালে মুড়ে ফেলা হয়। নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় সেফলি। রাস্তার একাধিক জায়গায় মঞ্চ তৈরি করা হয়। সেখানে নৃত্যশিল্পীরা নিজেদের নৃত্যশৈলী ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারের সামনে তুলে ধরেন। প্রায় ৩০০০ হাজার শিল্পী এতে যোগ দিয়েছে। ট্রাম্প পৌঁছনোর আগেই গোটা এলাকাটি পরিদর্শন করেন মার্কিন নিরাপত্তা এজেন্সীর কর্মীরা।

নবীন সৈনিকদের ভালো গুণাবলি অর্জন করতে হবে: রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৪।।সাতকানিয়ায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) ৯৪তম রিক্রুট ব্যাচের প্রশিণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। সোমবার সকাল ১১টায় বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজের বীর উত্তম মজিবুর রহমান প্যারেড গ্রাউন্ডে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি।

পরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সততা, আনুগত্য ও শৃঙ্খলা একটি বাহিনীর পেশাগত দতার মাপকাঠি।

নবীন সৈনিকদের ভালো গুণাবলি অর্জন করতে হবে। আজ তোমরা যারা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের পরিবারভুক্ত হলে- তোমাদের চরিত্রে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটবে এবং লোভ-লালসার ঊর্ধে থেকে নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।রাষ্ট্রপতি বলেন,আজ নারীরা বিভিন্ন অঙ্গনে যথাযথ যোগ্যতা ও কর্মদতার স্বার রাখছেন। আজ তোমরা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রায় দৃপ্ত শপথ নিয়ে সৈনিক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছো। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তোমরা বিজিবির সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আরও গতিশীল ভূমিকা রেখে বাহিনীর সুনাম ও সুখ্যাতি আরও বৃদ্ধি করবে।

কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি।অনুষ্ঠানে ৯৪তম রিক্রুট ব্যাচের সেরা চৌকস স্থান অধিকারী মঈন উদ্দিন এবং অন্যান্য বিষয়ে সেরা সৈনিকদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন, বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. সাফিনুল ইসলাম, বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজের কমাড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর যাহিদ। আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের সেনাবাহিনী ও বিজিবির ঊর্ধতন কর্মকর্তা, স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিজিবি সদস্য ও তাদের পরিবার, নবীন সৈনিকদের অভিভাবকরা। প্রশিণ সমাপনী কুচকাওয়াজ প্যারেড কমান্ডার হিসেবে প্যারেড পরিচালনা করেন ৯৪তম রিক্রুট ব্যাচের অফিসার ইনচার্জ মেজর কাজী মনজুরুল ইসলাম এবং প্যারেড অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সহকারী পরিচালক বেগ আব্দুল্লাহ আল মাসুম। ৯৪তম রিক্রুট ব্যাচের মৌলিক প্রশিণ ২০১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজে শুরু হয়। এ ব্যাচে প্রশিণার্থীদের মধ্যে মোট ৫৪৪ জন রিক্রুটের ৪৯৫ জন পুরুষ এবং ৪৯ জন নারী রিক্রুট ছিলেন।

ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী তুলসীবাড়িতে বাইক-লরি মুখোমুখি, হত এক

রঙিয়া (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রঙিয়ায় ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী আন্তর্জাতিক সড়কে এক যান দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেছেন জনৈক যুবক। নিহতকে তুলসীবাড়ির মৃণাল রাজবংশী (২৮) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনা সোমবার সকালের দিকে সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

খবরে প্রকাশ, ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী আন্তর্জাতিক সড়ক দিয়ে তুলসীবাড়ির মৃণাল রাজবংশী তাঁর এএস ০১ ডিওয়াই ৮৬৪৩ নম্বরের পালসার বাইক নিয়ে বাড়ি অভিমুখে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তুলসীবাড়ির কড়ারা এলাকায় কালভার্টের ওপর রঙিয়া অভিমুখী পিবি ৬৫ এএইচ ২২৬২ নম্বরের ১৮ চাকার এক বিশাল লরির মুখামুখি সংঘর্ষ ঘটে বাইকের। সংঘর্ষে মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়েন মৃণাল। চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় পালসার বাইক। এদিকে দুর্ঘটনা সংঘটিত করে ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করে ঘাতক লরি। কিন্তু পুলিশ তার পিছু ধাওয়া করে লরি-সহ তার চালককে আটক করেছে।

জেএনইউ মামলায় দিল্লির সরকারের আর্জি খারিজ করল আদালত

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জেএনইউ ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভাপতি কানহাইয়া কুমার এবং ওমর খালিদ সংক্রান্ত দেশদ্রোহী মামলায় দিল্লির সরকারের আত্মপক্ষ সমর্থনের আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে এমন ধরণের বিষয়ে আদালত শুনানি করবে না। মামলার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আদালত রায়দান করে থাকে।

২০১৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পাতিয়ালা হাউজ কোর্ট দিল্লি পুলিশের চার্জিশিটকে গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেছিল। শুনানি চলাকালীন পুলিশ আদালতকে জানিয়েছিল যে চার্জশিট সংক্রান্ত জরুরি মঞ্জুরি দিল্লির সরকার দেয়নি। তখন আদালত জানিয়েছিল চার্জশিট পেশের আগে যাবতীয় অনুমতি চাওয়া উচিত ছিল। শুনানি চলাকালীন পুলিশকে তীব্র ভৎসা করেছিল আদালত। এর আগে ২০১৯ সালের ১৪ জানুয়ারি দিল্লি পুলিশ চার্জশিট পেশ করেছিল। প্রায় ১২০০ পাতার এই চার্জশিটে ছাত্রসংসদের প্রাক্তন সভাপতি ছয়ের পাতায়

পিএম-কিষাণ প্রকল্পের অ্যাপ উদ্বোধন করলেন কৃষিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পের(পিএম-কিষাণ) প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই সংক্রান্ত মোবাইল অ্যাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর।

এই উপলক্ষ্যে নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ২৯ ফেব্রুয়ারি চিত্রকূটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে একটি সভার আয়োজন করা হবে। ওই সভায় অংশগ্রহণ করবেন কয়েক হাজার কৃষক। ওইদিন ২০ হাজার ব্যাঙ্ক শাখা দেশের কয়েক লক্ষ কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করবে। এর সঙ্গে ১০ হাজার নতুন কিষাণ উৎপাদক সংগঠনের গঠন করার কাজ শুরু হবে। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত দেশের ১২ কোটি কৃষক এই প্রকল্পের আওতায় চলে আসবে। প্রকল্পটির ব্যাপকতার ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, এতে করে কৃষকদের আয় বেড়েছে এবং তাদের চাহিদাও পূরণ হয়েছে। প্রকল্পটিকে অসাধারণ আখ্যা দিয়েছেন তিনি।

আরামবাগে দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কা বাইককে

হুগলী,২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হুগলির আরামবাগের বসন্তপুর মোড়ে ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে থাকা দ্রুতগামী ট্রাক বাইক আরোহীদের ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। এর ফলে গুরুতর জখম এক ব্যক্তি বাইক আরোহী। নাম সঞ্জয় দাস। আরামবাগ পৌরসভার বাড়ি নওপাড়া এলাকায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে ট্রাকটিকে আটক করেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল ওই বাইকটি বাইকে দুজন ছিল হেলমেট পরা অবস্থায় পিছন থেকে একটি ট্রাক দ্রুতগতিতে ছুটে আসে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকে ধাক্কা মারলে ছিটকে পড়ে বাইক আরোহী লরি চাকায় পিষ্ঠ হয় জানা গেছে তার ডান পায়ের উপর দিয়ে লরি চাকা চলে যায় এবং বাইকটি ও চাকায় পিষ্ট হয়ে দুমড়ে-মুচড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাইকে থাকা অপর ব্যক্তি কোনোক্রমে বেঁচে যান অল্প আহত হয়ে।

সোমবার অল ত্রিপুরা বুক সেলার সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

সোমবার আগরতলায় সিপিএম আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন শংকর প্রসাদ দত্ত। ছবি- নিজস্ব।

ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলির বাংলাদেশের বইমেলা পরিদর্শন

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২৪।। অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ। সোমবার বিকেলে বইমেলা পরিদর্শন করেন তিনি।

মেলায় তাকে স্বাগত জানান,বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। ভারতীয় হাইকমিশনার বইমেলায় এসে মেলার বিভিন্ন কর্নার, স্টল, প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন। একইসঙ্গে বই দেখেন। পাশাপাশি তিনি মেলার সার্বিক বিষয় নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বইয়ের প্রতি সব বয়সী বাঙালির ভালোবাসা দেখে আপ্লুত হন। বইমেলা পরিদর্শন শেষে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশকে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর তিনটি বই উপহার দেন।

দিল্লির অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির মৌজপুরে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী মণীষ শিশোদিয়া। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত এবং উপরাজ্যপাল অনিল বৈজলের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার নিজের ট্যুইটবার্তায় কেজরিওয়াল লেখেন, দিল্লি শান্তি এবং সম্প্রীতি বিঘ্নিত করা নিয়ে যা খবর পাওয়া গিয়েছে তা উদ্বেগের। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য উপরাজ্যপাল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই।

উপমুখ্যমন্ত্রী মণীষ শিশোদিয়া ট্যুইট করে দিল্লিবাসীকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান করেন। হিংসায় কারও কোনও লাভ হয় না। হিংসার আগুনে কারও ভাল হবে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তর-পূর্ব দিল্লির ১০টি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। শনিবার রাতে জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের সামনে অবস্থান শুরু করেন হাজারেরও বেশি মহিলা। বিক্ষোভের জেরে স্টেশনে প্রবেশ এবং বাইরে বেরোনোর গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই অবস্থায় এদিন সন্ধ্যায় সিএএ-র সমর্থনে স্থানীয় এক বিজেপি নেতার নেতৃত্বে কয়েকশো মানুষের মিছিল জাফরাবাদের অদূরে মৌজপুর আসতেই উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। কিছুটা দূরে অন্য দিকের রাস্তাও আটকে দেওয়া হয়। তার পরেই দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ইটবৃষ্টি।সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা দিল্লির জাফরাবাদ এলাকা। রাস্তায় দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়ে পড়ার পর একে অন্যের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ায় একাধিক কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে পুলিশ।

আইটিবিপি-কে স্নো-স্কুটার দেওয়াকে স্বাগত জানালেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : তুষারাবৃত দুর্গম পর্বতমালায় দেশের সীমানায় নজরদারি চালানোর জন্য আইটিবিপি জওয়ানদের স্নো-স্কুটার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কেন্দ্রের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ এবং ক্রীড়া মন্ত্রকের কিরন রিজিজু।

সোমবার উত্তরাখন্ডের ঔলীতে হিমবীরে আইটিবিপির জওয়ানদের সঙ্গে স্নো-স্কুটার চড়েন রিজিজু। পাহাড়ের মতো দুর্গম ও উঁচু জায়গায় স্নো-স্কুটারের ফলে উপকৃত হবে ছয়ের পাতায়

মোতেরায় মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ অমিত শাহের

আহমেদাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আলিঙ্গন করে আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপরে দুইজন গান্ধী আশ্রমের দিকে রওনা দেন। সেখান থেক মোতেরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত নমস্তে ট্রাম্প অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে যান দুইজনে। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ট্রাম্পকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনজনের মধ্যে সৌজন্যমূলক আলাপচারিতা হয়।উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনে হাওডি মোদী অনুষ্ঠানে প্রায় ২২ হাজার প্রবাসী ভারতীয় অংশগ্রহণ করেছিল। এদিন মোতেরা স্টেডিয়ামে ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে যোগ দিয়েছিলেন প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। মোতেরায় ট্রাম্প এবং তাঁর পরিবারের মনোরঞ্জনের জন্য উপস্থিত ছিল সাইরাম দাভে, কিংজল দাভে, কীর্তিদান গভবী মতো সংগীত শিল্পীরা। এ ছাড়া রাজ্যের লোকশিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এন্টেরিক ফিভার (টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফয়েড জ্বর)

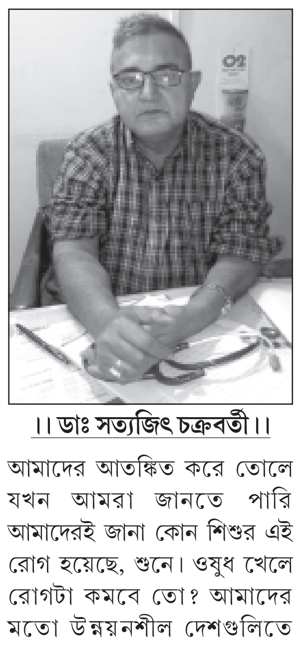

।। ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী।।

আমাদের আতঙ্কিত করে তোলে যখন আমরা জানতে পারি আমাদেরই জানা কোন শিশুর এই রোগ হয়েছে, শুনে। ওযুধ খেলে রোগটা কমবে তো? আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেখানে শৌচ ব্যবস্থা অনুন্নত, পরিচ্ছন্নতা নেই এবং অত্যন্ত নোংরা পানীয় জল, যে কারণে পায়খানা থেকে মুখে রোগটা খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। এই ইনফেকশন বা রোগে কতো যে শিশু মারা যায় তার হিসেব রাখা মুশকিল। উন্নত দেশগুলিতে এই জাতীয় রোগ আজকাল আর দেখাই যায় না। এখন আমরা ঐ সব দেশে তাদেরই দেখি টাইফয়েড রোগ হতে যারা ভ্রমণ কার্যে উন্নয়নশীল দেশগুলি ঘুরে এসেছেন। এই রোগের বাহক হয়ে টাইফয়েড মেরি একাই ১৩০০ মানুষকে রোগটা ছড়িয়েছিল। এই রোগকে আমরা 'মান্নিকাতি' রোগ বলে জানি। জীবাণু স্যালমোনেলা টাইফি' থেকে এই রোগটা মানুষের মধ্যে ছড়ায়। জ্বর থাকে তিন থেকে চার সপ্তাহ সবসময়ে, নাড়ীর গতি কমে যায়, লিম্ফগ্ল্যান্ডগুলি ফুলে যায়। সারাক্ষণই শরীরে একটা ব্যথা থাকে। টাইফয়েড মাঝে মাঝে হয় বা এখনো বহু মানুষের মধ্যে হয় এবং মহামারীর মতও হতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই এই রোগটা দেখা যায়, যেখানে অপরিচ্ছন্ন শৌচব্যবস্থা থাকে, অপরিচ্ছন্ন পানীয় জল থাকে। যেহেতু উন্নত দেশগুলিতে এই টাইফয়েড রোগ দেখা যায় না কারণ ওদের শৌচব্যবস্থা অনেক উন্নত দেশগুলিতে এই টাইফয়েড রোগ দেখা যায় না। কারণ ওদের শৌচ ব্যবস্থার অনেক উন্নত এবং পানীয় জল অত্যন্ত পরিষ্কার থাকে। ১৯৪০ সনে এই রোগের ওযুধ আবিষ্কার হবার পর টাইফয়েড থেকে অসুস্থতায় এর মৃত্যুর হারও অনেক কমে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেমন এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকাতে এই রোগ এখন তাদের সমস্যা হয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বলছে ২০০৪

সনে, যে সারা বিশ্বে ২১ মিলিয়ন রোগী টাইফয়েড জ্বরে ভুগেছিল। মৃত্যুর হার ২১৬,০০০ থেকে ৩০০, ০০০ পর্যন্ত হয়েছে সেই বছরে। বেশিরভাগ মৃত্যু হয় স্কুলের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের এবং অল্প বয়সীদের মধ্যে। সবচাইতে বেশী টাইফয়েড দেখা যায় আমাদের মহাদেশ এশিয়াতে। ১৯৫০ সন থেকে ওযুধে কাজ করে না বা রেজিস্টেন্ট হয়ে গেলে জীবাণুরা বহু দেশ এই তথ্য দিয়েছে। বিশেষ করে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে। এই ধরনের জীবাণুগুলি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে এই রোগ বেশি করে ছড়াচ্ছে। এখনও শতকরা ১০ ভাগ রোগী মারা যায় এই টাইফয়েড জ্বরে। আর্থ সামাজিক অবস্থাও যেন উন্নত হয়। এই রোগ ভুগলে বহুদিন সময় নিতে হয় নতুন করে কাজ করতে। ২০১৪ সনে ভারতবর্ষে ১.৭ মিলিয়ন রোগী ভুগেছিল এবং ৪২৯ জন মারা গিয়েছিল। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গেও বহু লোক এই রোগে ভোগে এবং মারাও যায়।

রোগের কারণ হচ্ছে স্যালমোনেনা টাইফি এবং প্যারাটাইফি এ, বি ও সি।

আজকাল প্যারাটাইফয়েড রোগ বেশি দেখা যাচ্ছে। এখনও সারা পৃথিবীতে ৫০-৬০ মিলিয়ন রোগী দেখা যায় এবং ৬ লক্ষেরও বেশি মৃত্যু হয় এই টাইফয়েড রোগে। বেশিরভাগ রোগ ৫ বছর বয়সের নীচের বাচ্চাদের দেখা যায়। এই জীবাণু পিত্তথলি থেকে পেচ্ছাব বা পায়খানা বেশি দেখা যায়। সুস্থ হলেও রোগী তিনমাস এই রোগটা ছড়াতে পারে। যারা বহনকারী এরাও প্রথম ১ বার ধরে অন্যদের সংক্রামিত করতে পারে। খাদ্য বা জলের সাহায্যে রোগটা ছড়ায়।

জ্বর থাকে, মাথা ব্যথা হয়, শরীরে ব্যথা হয়। জ্বরটা মই এর মত হয়, কিন্তু আজকাল ওযুধ খাওয়ানোর পর ওরকম জ্বর আর দেখা যায় না। শীত লাগলে, মাংসপেশিতে ব্যথা, পেটে ব্যথা, বমির ভাব করা, বমি হওয়া, পাতলা পায়খানা হওয়া এবং পরে কোষ্ঠকাঠিন্য। জিভটা সাদা কোর্টিং এ ঢাকা থাকে, লিভার এবং স্কিন ফেটে ফুলে আছে দেখা যায়। পেটে হাত দিলে ব্যথা হয়, জন্ডিস হতে পারে। জ্বর হবার ১ সপ্তাহ পরে স্কিন বড় হতে দেখা যায়।

শেষে সিএনএস আক্রান্ত হয়ে নিউরোপ্যাথি, গিলেন বার সিনড্রোম বা পেটে রক্তপাত হতে পারে। বাচ্চাদের মধ্যে খুবই কম ক্ষেত্রে এসব সমস্যা দেখা যায়।

বহু রকমের শরীর আছে যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে রোগটি টাইফয়েড। এই রোগটি আবার দ্বিতীয়বারও হতে পারে। যারা খাদ্য নিয়ে কাজ করে তাদেরও টাইফয়েড রোগ হতে পারে।

টিকাকরণ করলে এই রোগ থেকে স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে। টাইফয়েড রোগে প্রতিরোধ করার জন্যে টিকা নিতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জল খেতে হবে, পরিচ্ছন্ন শৌচালয়ে যেতে হবে।

কিডনি

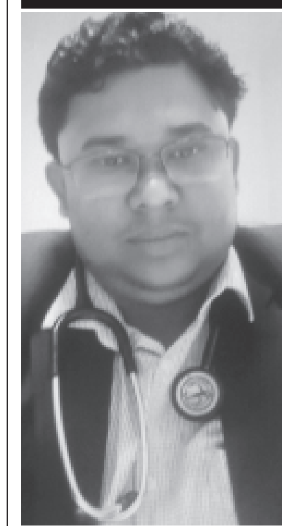

ডাঃ অনুপম মজুমদার
কনস্যালট্যান্ট নেফ্রোলোজিস্ট এন্ড রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট ফিজিসিয়ান

কিডনির প্রয়োজনীয়তা কি

আমাদের শরীরের খুবই প্রয়োজনীয় অঙ্গ কিডনি। কিডনি আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ঠিক রাখার সাথে সাথে শরীরের সমস্ত বর্জ্য পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বার করে দেয়। এছাড়া অম্ল—ক্ষারক ভারসাম্য রক্ষা করা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করা এবং হাড় মজবুত রাখার মত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে কিডনি।

কাদের কিডনি রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে

কিছু রোগ আছে যেগুলো সরাসরি কিডনির ক্ষতি করে। আবার এমন কিছু রোগ আছে যেগুলিকে স্টিস্টেমিক রোগ বলে, সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দেহের অন্যান্য অঙ্গের সাথে সাথে কিডনিরও ক্ষতি করে।

১. যদি বংশে কিডনি রোগী থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে পরিবারের অন্য কারও সেই রোগ হতে পারে।
২.তাছাড়া যাদের খুব ঘন ঘন সর্দি, কাশি, জ্বর হয় ও বারে বারে ত্বকের সংক্রমণ হয় তাদেরও হতে পারে।
৩.যাদের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে না
৪. যাদের রক্তে সুগারের (ডায়াবেটিস) পরিমান নিয়ন্ত্রণে থাকে না
৫. যাদের মূত্রে সংক্রমণ থাকে
৬.যাদের কিডনিতে বার বার পাথর হয়
৭.যাদের জন্মগত কোনো ত্রুটি থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিডনির রোগ হতে পারে।

বিশ্বে/এদেশে কিডনি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কত

মানুষের গড় আয়ু বাড়ার সাথে সাথে কিডনি রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। গোটা বিশ্বে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ কোটি কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১২ থেকে ১৫ কোটি। ভারতে বেশী হওয়ার মূল কারণ হল অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা সব থেকে বেশী। তাই অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কিডনি রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

ক্রমশ এ রোগে আক্রান্ত হবার সংখ্যা বাড়ার কারণ কি

মানুষের বেড়ে যাওয়া রোজকার ব্যস্ততা, নিয়মিত জাঙ্ক ফুড খাওয়া, পরিবেশ দূষণ, জীবনশৈলীর পরিবর্তন, ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া ডায়াবেটিস/ উচ্চ রক্তচাপ, এবং নিয়মিত চেক আপ না করানো। পর্যাপ্ত পরিমানে জল না খাওয়া সকালের ও রাত্রিবেলার খাবার ঠিকমত না খাওয়া/ বেশী খাবার খাওয়া।

কিডনি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কি কি

প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সময় এই রোগে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে কিছু কিছু লক্ষণ হল : চোখের পাতা ফুলে যাওয়া সকালে দিকে, পা ফুলে যাওয়া

হঠাৎ করে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়া, অ্যানিমিয়া হওয়া, ক্ষিদে কম হওয়া, সামান্য পরিশ্রম করলে কষ্ট হওয়া, প্রস্রাব কম হওয়া বা পরিমানে কম হওয়া, গায়ের রং পরিবর্তন হওয়া, সারা শরীরে চুলকানি হওয়া, মাঝে মাঝে হাড়ে ব্যথা হওয়া।

কি ভাবে এটা নির্ণয় করা হয় :

নিয়মিত উচ্চ রক্তচাপ, ব্লাড সুগার চেক আপ করতে হবে, হেলথ চেক আপ করতে হবে, রক্তে ইউরিয়া, ক্রিয়েটোনিন, হিমোগ্লোবিন, ক্যালসিয়াম, ইউরিক অ্যাসিড এর পরিমান ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখতে হবে কিডনির আকার ও আকৃতি ঠিক আছে কি না।

কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন

উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা (ডায়াবেটিস) নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যারা উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাঁদের নিয়মতি নেফ্রোলোজিস্টকে দেখাতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শমত নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিমান মত জল খেতে হবে

শাকসবজি বেশী করে খাওয়া

খাদ্য তালিকায় রোজ রোজ মাছ, মাংস না রাখা

লবণ কম খাওয়া

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা

মাদক দ্রব্য, অ্যালকোহল না খাওয়া স্ট্রেস যতটা পারা যায় এড়িয়ে চলা। এক্ষেত্রে যোগ সাধনা করলে লাভ হতে পারে।

বংশে যদি কেউ কিডনি রোগ মারা যায় বা থাকে তাহলে পরিবারের সবাইকে নেফ্রোলোজিস্টকে দেখাতে হবে।

মূত্রনালীতে কোন রকম সংক্রমণ হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার চিকিৎসা করা।

বয়স্কদের প্রোস্টেট বেড়ে গেলে অনেক সময় urine flow ভাল না হয়ে urine Bainflow হলে কিডনি খারাপ হতে পারে। অবহেলা না করে নেফ্রোলোজিস্ট এর পরামর্শ নিতে হবে।

চিকিৎসা

একবার কিডনি খারাপ হয়ে গেলে আর পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় না। খারাপ হওয়ার আগে, খারাপ হতে না দেওয়াটাই হল চিকিৎসা। তাই সতর্কতা তালিকায় যা যা বলা হয়েছে সেটাই মেনে চলতে হবে। একবার খারাপ হয়ে গেলে Dialysis– Transplant ছাড়া উপায় নেই।

আধুনিক জীবনশৈলীর পরিবর্তন কি কিডনি সমস্যা বাড়ার কারণ

ব্যস্তময় ইঁদুর দৌড় জীবনযাপন, মানসিক চাপ, উত্তেজনা, ফাস্ট ফুড খাওয়া, শাকসবজিতে কীটনাশক, পরিবেশ দূষণ- নিঃসন্দেহে আধুনিক এই জীবনশৈলী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কিডনি খারাপ হওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

একটা কিডনি নষ্ট হলে কি স্বাভাবিক জীবনে কোন প্রভাব পড়তে পারে একটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেলেও মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। তবে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

কিডনি খারাপ হওয়া শুরু হলে পাঁচটা stage দিয়ে যায়। সেটা দেখে Staging করতে হয়। Stages টা হল ESRD, সেই সময় Dialysis এর দরকার হয়। তখনই dialysis নেবার আগে বা শুরু হবার পর Kidney টেস্ট করতে হয়।

খাওয়া দাওয়া কি রকম হওয়া উচিৎ

স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, ফাস্ট ফুড না খাওয়া, লবণ কম পরিমানে খাওয়া, ফ্যাট কম পরিমানে খাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ/ সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, নেশা জাতীয় জিনিস একদম এড়িয়ে চলা।

জল কম খেলে কিডনির সমস্যা / আবার বেশি খলে ও সমস্যা- এবিষয়ে আপনার মতামত

দরকার অনুযায়ী জল পান করা দরকার। গরমকালে বেশী আর ঠান্ডার সময় একটু কম। তবে ২.৫ থেকে ৩ লিটার জল সবার জন্য নূন্যতম পরিমান।

প্রস্রাবের ইনফেকশন বা স্ট্রোন হলে জল বেশী পরিমানে খেতে হতে পারে, আর কিডনি বিকল হলে কম জল খেতে হয়।

কোমরে ব্যথা কি কিডনি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ

কিছু কিছু কিডনির সমস্যায় কোমরে ব্যথা হতে পারে। যেমন পাথর হলে, পলিসিস্টটিক রোগ হলে বা কিডনি রোগ থেকে ক্যালসিয়াম কমে গেলে। তবে কোমরে ব্যথা মানে কিডনির সমস্যা তা নয়।

ঘন ঘন ব্যথার ওযুধ খায় তাদের কি কিডনির সমস্যা বেশি হয়

অধিকাংশে ওযুধ কিডনি দিয়ে বের হয়। এই প্রক্রিয়াতে কিছু ওযুধ বা ওযুধ থেকে রূপান্তরিত পদার্থ থেকে কিডনি খারাপ হতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া পেন কিলার না খাওয়াই উচিত।

বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ

নিয়মিত উচ্চ রক্তচাপ / রক্তে শর্করা চেক আপ করা। এবং চিকিৎসকের পরামর্শমত চলা, পর্যাপ্ত পরিমানে জল খাওয়া, নুন কম খাওয়া, ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলা, মাদক দ্রব্য না খাওয়া, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, সকাল বিকালের খাবার সঠিক সময়ে খাওয়া, যতটা সম্ভব মানসিক চাপ, উত্তেজনাকে এড়িয়ে চলা।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় এই ৩ টি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।২. পরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিপরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিতে এজিইএস নামে বিষাক্ত উপাদান থাকার কারণে এটি প্রদাহ বাড়ায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে।

হীনমন্যতা স্থায়ী নয় যেকোনো সময় নিজেকে বদলানো যায়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকথার এক পাঠক জানিয়েচেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো।

আপনার সমস্যা

আমার সমস্যার হলো নিজের প্রতি বিশ্বাস কম। পরিবারের মানুষ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে ভয় লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। কথা বললেই মনে হয় আমি ভুল বলছি। আমার বয়স ২২। অবিবাহিত। আমি এইচএসসি পড়েছি হোস্টেলে থেকে। ওখানে সবাই আমাকে বোকা বলতো। এখনো বলে। আমি সব কিছুতেই অপরের উপর নির্ভর করি। মানসিক ডাক্তার দেখানো সম্ভব নয়। খুব রাগ ওঠে, কি ওযুধ খাবো। অমি কি করব।

আমাদের সমাধান

চিঠি লেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনি হীনমন্যতায় ভুগছেন। শুধু আপনি না, বহু মানুষ আজ হীনমন্যতায় আক্রান। এর প্রথম লক্ষণ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব। নিজের প্রতি যেহেতু আস্থা নেই, তাই সহজেই অন্যদের ভয় পাওয়া। আর সেটা অপরিচিত হলে তা কথাই নেই। মিশতে গেলেই সব গোলমাল হয়েযায়। আবার সে কারণেই পরনির্ভর বোধ তৈরি হয়। নিজেকে লবঙ্গ লতিকা মনে হয়।

এর ফলে তৈরি হয় সীমাহীন ক্ষোভ, নিজের ও অন্যদের প্রতি। এই পুরোটাই একটা দূষিত চক্র। আপনি নিজেকে বলুন, আমি একটা নেতিবাচক চক্রবুহ্যে ফেঁসে গেছি। তাই এমনটা হচ্ছে। এরপর প্রতি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সারাদিনে যত কাজ করেছেন তার মধ্যে দুইটো ভালো কাজের জন্য আপনি নিজেকে ধন্যবাদ দিন। আয়নায় নিজের চোখে চোখ রেখে বলুন' নানা কারণে আমি নেতিবাচক চক্রে আটকে পড়েছিলাম। আমি সেটা জানি। আমি আত্মবিশ্বাসী এখন থেকে আমি নিজেকে বদলাবো।'

তার এটা তালিকা তৈরি করুন।

এবার অপশনগুলি খুঁজে দেখুন কীভাবে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।

এর জন্য কোন কোন নেতিবাচক অনুভূতী দায়ী, সেগুলো চিহ্নিত করুন।

এই অনুভূতির বদলে কি কি ইতিবাচক অনুভূতি চান তা নির্ধারণ করুন। সেই ইতিবাচক অনুভূতি কীভাবে পাবেন, সেই অপশনগুলো খেয়াল করুন।

মানুষ যেকোনো সময় থেকে পরিবর্তিত হতে পারে, তাই নিজেকে বাহাবা দিন, আপনিও পরিবর্তন চান।আজ থেকেই শুরু করুন, কেমন থাকছেন জানাবেন। আমরা পাশে আছি।

সঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়। এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।

নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন। তবে ৪ অথবা ৫ রাতের বেশি একটানা এটি ব্যবহার করবেন না।অনেক সময় অ্যালার্জির কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। ধুলাবালিজনিত অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর অভ্যাস করুন।অতিরিক্ত ওজনের কারণে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কমিয়ে ফেলুন বাড়তি মেদ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তাই ধূমপানসহ সবধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করুন।

স্তনের আকারের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক!

নারী জীবনে স্তন নিয়ে নানা খুঁতখুতানি। মানসিক চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা বলে, স্তনের আকৃতি একপ্রকার মানসিক জটিলতার জন্ম দেয়। তাই অসুখ থেকে অবসাদ, বহু ক্ষেত্রে বক্ষ একটা বিসয় হয়ে দাঁড়ায়। শুদু তাই নয়, এর সঙ্গে ক্যান্সারের ও সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন সমীক্ষকরা। সম্প্রতি অ্যাংলিয়া রাসকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বীরেন স্বামী ও ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের গবেষক অ্যাড্রিয়ান ফার্নহ্যাম একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, যেসব মহিলাদের স্তন 'আকারে ছোট' তাদের মধ্যে নিজেদের স্তন পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে অনীহা প্রবল। ফলে স্তনে কোনও পরিবর্তন দেখা দিলেও, তাঁরা চিকিৎসকের কাছে যেতেও আগ্রহ দেখান না। প্রায় ৪০০ ব্রিটিশ মহিলার উপর সমীক্ষা করা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলাই তাঁদের স্তনের আকার নিয়ে অসন্তুষ্ট। মহিলাদের ৩১ শতাংশ 'ছোট স্তনে'র পক্ষে। ৪৪ শতাংশ মহিলা আবার চান বড় স্তন।' অন্যদিকে, ৩৩ শতাংশ মহিলার দাবি, তাঁরা নিয়মিত স্তন পরীক্ষা' করান না। এদের অধিকাংশই আকারে ছোট স্তনে'র অধিকারী। গবেষকদের বক্তব্য, কোনও মহিলার নিজের স্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে, সেখানে কোনও পরিবর্তন ঘটলে তিনি সহজেই তা বুঝতে পারেন। গবেষক বীরেন স্বামীর দাবি, মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে দেখা গিয়েছে,স্তনের আকার নিয়ে কারও কোনও অসন্তুষ্টি থাকলে তিনি নিজের স্তন পরীক্ষা করান খুবই কম। এমনকী কোনও পরিবর্তন ঘটলে চিকিৎসকদের কাছে তাঁরা অনেক দেরিতে গিয়ে পৌঁছন।

ডি-হাইড্রেশন দূর করে যে সব খাবার

শরীরকে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করতে পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ শরীরে জলের অভাব হলে মানসিক শ্রান্তি, মাথা ব্যথা, ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, পেশীর সমস্যা, নিম্ন রক্তচাপের মতো আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞরা সবসময় বলেন দৈনিক অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করতে।

একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৪৫-৬০ু আর একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৫০-৬৫ু। চলুন তবে জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দেখে নেয়া যাক!শরীরে জল কেন প্রয়োজন?১) খাবার থেকে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো২) ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে সব বর্জ্য দূর করা।৩) শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা।৪) সংবেদনশীল টিস্যুগুলোকে রক্ষা করা।৫) ব্রেইন এবং গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করা।৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।৭) স্কিন এবং হেলথ ভালো রাখতে সহায়ক।৮) কিডনিকে ড্যামেজ হওয়া থেকে রক্ষা করে।৯) পুরো শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে।জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবারজল পানের সাথে সাথে কিছু বিশেষ খাবার খেয়েও পেতে পারেন জলশূন্যতা থেকে মুক্তি!শসাশসাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। শসা খুবই কম ক্যালোরি সম্পন্ন এবং এতে আছে ভিটামিন কে, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণসহ ডিহাইড্রেশন দূরীকরণেও দারুণ ভূমিকা রাখে। লেটুসএতে আছে প্রায় ৯৬ু জল। তাই বুঝতেই পারছেন প্রতিদিনের খাবারে লেটুস রাখাটা শরীরের জন্য কতটা মঙ্গলের। তাছাড়া লেটুসে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও কে যা হাড় ও ইমিউন সিস্টেমকে ভালো রাখে। আর শরীরকে জলশূন্য হতে দেয় না একদমই। স্ট্রবেরিএর ৯১ শতাংশই জল। এতে আছে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেলস।

ডিহাইড্রেশন, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস , বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার ইত্যাদি থেকে দেহকে রক্ষা করে। তাছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউন সিসটেমকে ফিট রাখাতেও স্ট্রবেরির তুলনা নেই।কমলাএর ৮৮ু-ই জল। জানেন কি একটা কমলায় আধা কাপ জল থাকে। তাছাড়াও এতে আছে ভিটামিন সি, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। ডিহাইড্রেশন ছাড়াও কমলা কিডনিতে পাথর হওয়াও রোধ করে। টক দইটক দইয়ের প্রায় ৮৮ ভাগই জল। তাছাড়া আছে ভিটামিনস ও মিনারেলস যা হাড় মজবুত রাখতে সহায়তা করে।এতে আছে প্রচুর ভিটামিনস ও মিনারলস যা ব্রেইন ও মেটাবোলিজম ভালো রাখে।

কফি দিয়ে বানিয়ে নিন ত্বকের যত্নের নানা প্যাক

কফিতে থাকা ক্যাফেইন ত্বকের যত্নে অনন্য। এছাড়া এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা ত্বক টানটান ও উজ্জ্বল রাখে। ঠোঁট ফাটা রোধ করার পাশাপাশি ত্বকে জৌলুস ফেরাতে নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন কফির প্যাক।ত্বকের রন্ধ্র সংকোচন করে ত্বক টানটান রাখে কফি। এজন্য কফি দিয়ে বানিয়ে ফেলুন আইস কিউব। গরম জলে কফি মিশিয়ে ফুটিয়ে তা আইস ট্রেতে ঢেলে জমতে দিন। একটি সুতি কাপড়ে এই বরফ মুড়ে চেপে চেপে পুরো মুখে লাগান। এতে ত্বকে উজ্জ্বলতা আসবে এবং টানটান হবে ত্বক।কোমল ও মসৃণ ঠোঁটের জন্য কফি দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন লিপবাম। ১ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ২ চা চামচ কফি গুঁড়ো মিশিয়ে দুই-চারদিন রেখে দিন। একটি ডাবল বয়লার নিয়ে তাতে ১ টেবিল চামচ এই তেল এবং ২ টেবিল চামচ কোকো বাটার ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। পুরনো লিপস্টিক বা লিপবামের কৌটোয় ভরে রেখে দিন। ব্যবহার করুন ইচ্ছে মতো।চোখের ফোলা ভাব কমাতে কফি বেশ কার্যকর। ১ চা চামচ কফির সঙ্গে মিশিয়ে নিন ২ টেবিল চামচ আমন্ড তেল। এবার এই মিশ্রণ রোদে কিংবা একটু উষ্ণ জায়গায় চারদিন রেখে দিন। চিজ ক্লথ বা মসলিন কাপড়ে এই মিশ্রণ ছেঁকে নিন। এতে দুই ফোঁটা ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট মেশাতে পারেন। সিরামটি কাচের বোতলে ঢেলে রেখে দিন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখের নীচে আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে ম্যাসাজ করে লাগান।ত্বকে জমে থাকা জীবাণু ও মরা চামড়া দূর করতে সপ্তাহে দুইবার ব্যবহার করতে পারেন কফির আধা কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া এবং এক কাপ কফি মিশিয়ে কাচের বয়ামে রেখে দিন। প্রতিদিন ১ থেকে ২ টেবিল চামচ করে এই মিশ্রণ ত্বকে ঘষে নিন।

সোমবার আগরতলায় এসইউসিআই বিক্ষোভ সমাবেশ পালন করেন। ছবি- নিজস্ব।

দিল্লি বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে জন-বিরোধী কাজের প্রতিবাদ চলবে : রামবীর

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভার বিরোধী-দলনেতা নিযুক্ত হলেন দিল্লির বদরপুর বিধানসভা আসনের বিজেপি বিধায়ক রামবীর সিং বিধুরিউ সোমবার সকালে দিল্লি বিজেপির সভাপতি মনোজ তিওয়ারি-সহ বিজেপি নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দিল্লি বিধানসভার বিরোধী-দলনেতা হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে রামবীর সিং বিধুরিকে। সোমবার সকালে দিল্লি বিধানসভার বিরোধী-দলনেতা নিযুক্ত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রামবীর সিং বিধুরিউ বিধুরির কথায়, আমার মতো একজন কৃষকের সন্তানকে দিল্লি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করায় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় সভাপতিকে অসংখ্য ধন্যবাদউ এছাড়াও দিল্লি বিজেপির সভাপতি মনোজ তিওয়ারিকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন রামবীর।

বিরোধী-দলনেতা হিসেবে নিজের ভূমিকা কী হবে, তা ব্যক্ত করে রামবীর বলেছেন, 'বিরোধী দলনেতা হিসেবে আমার ভূমিকা ও দায়িত্ব হবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে নজর রাখাউ জনগণকে কেজরিওয়াল যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা যাতে পূরণ হয় তা নিশ্চিত করাও আমার কাজউ এছাড়াও বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে জন-বিরোধী কাজের প্রতিবাদ করব আমরা।

ট্রাম্প-মোদীকে স্বাগত জানাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রচুর মানুষের ভিড় মোতেরায়

অআাহমেদাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ইতিমধ্যেই ভারতের মাটিতে পা রেখেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার দুপুরে আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প এবং কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প। আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিমানবন্দর থেকে ট্রাম্পের কনভয় পৌঁছয় সবরমতী আশ্রমে। সবরমতী আশ্রমে উত্তরীয় পরিয়ে ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়। সবরমতী আশ্রমে জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ সবরমতী আশ্রমের ভিজিটরস বইতেও স্বাক্ষর করেছেন ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আতিথেয়তায় রীতিমতো আপ্লুত ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রীউ সবরমতী আশ্রম থেকে তাঁরা রওনা দেবেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মোতেরা স্টেডিয়ামের দিকে।

মোতেরা স্টেডিয়ামে ট্রাম্প, তাঁর স্ত্রী ও মোদীকে স্বাগত জানাতে রাস্তার ধারে জড়ো রয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ।

রাস্তার ধারে জনস্রোত সামাল দিতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ট্রাম্প-মোদী পৌঁছনোর অনেক আগেই মোতেরা স্টেডিয়ামে পৌঁছে গিয়েছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিসিসিআই সচিব জয় শাহ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সফরকে স্মরণীয় করে রাখতে কোনও খামতি রাখেনি ভারতউ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে মোতেরা স্টেডিয়াম পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তা সেজে উঠেছে অপরূপ সৌন্দর্য্যে। থাকছে নাচ-গান।

নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে আহমেদাবাদ শহরকে।

আদালতে পিছিয়ে গেল শাহিনবাগ মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শাহিনবাগ মামলার শুনানি পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

২৬ ফেব্রুয়ারি হবে এই মামলার শুনানি। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আদালত আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে এবং সাধনা রামচন্দ্রনকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাঠিয়েছিল। এদিন তাঁরা মুখবন্ধ খামে নিজেদের রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেন। বিচারপতি সঞ্জয় কিশন কল এবং কে এম জোসেফের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছেন রিপোর্ট দেখার পরই পরবর্তী শুনানি হবে।

প্রায় দুই মাস ধরে রাস্তা আটকে শাহিনবাগে সিএএ, এনআরসি বিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছে বিক্ষোভকারীরা। তার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দুই বর্ষীয়ান আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে এবং সাধনা রামচন্দ্রনকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাঠায় সুপ্রিম কোর্ট।

দেশের শীর্ষ আদালত চেয়েছিল দুইমাস ধরে চলা আন্দোলন এবার বন্ধ হোক। আর আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে অন্যত্র তা করা হোক।

সেই বার্তা দিতেই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন দুই মধ্যস্থতাকারী।

মধ্যস্থতাকারী পাঠানোর বিষয়ে দেশের শীর্ষ আদালত আরও বলেছিল যে যদি এই প্রচেষ্টা পরেও যদি বিক্ষোভকারীরা শাহিনবাগ ছেড়ে না দেয়, তবে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

করিমগঞ্জের ভাঙ্গায় ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা, হত মহিলা, শিশু-সহ জখম পাঁচ

বদরপুর (অসম), ২৪ ফেব্রয়ারি (হি.স.) : ভয়ঙ্কর এক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় এক শিশু-সহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। সংকটজনক অবস্থায় তাঁদের শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনা সোমবার বেলা ১:০০-টা নাগাদ করিগমঞ্জ জেলার বরদপুর থানার ভাঙ্গায় সংঘটিত হয়েছে।

বদরপুর থানা সূত্রের খবরে প্রকাশ, ভাঙ্গা বাজার সংলগ্ন সাব রেজিস্টার অফিস এলাকায় জাতীয় সড়কে এএস ১০ এসি ৩৩৩৯ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী পিয়াগো অটোভ্যান দাঁড়িয়েছিল। বেলা একটা নাগাদ করিমগঞ্জের দিক থেকে দ্রুতগতিতে এএস ০১ ডিসি ৪৩১৯ নম্বরের একটি ট্রাক এসে সজোরে পিয়াগো অটোভ্যানকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় পাল্টি খেয়ে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে পিয়াগো অটোভ্যান গাড়িটি।

ভয়ংকর দুর্ঘটনায় জনৈক মহিলার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। নিহতকে চামেলি দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গুরুতর আহত হয়েছেন এক শিশু-সহ পাঁচজন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী শ্রীগৌরী হাসপাতালে নিয়ে যান। মৃত চামেলি দাসের বাড়ি বদরপুর বিধানসভা এলাকার ছয়ের পাতায়

সনাতন ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য কাজ করছে আরএসএস : মোহন ভাগবত

দেওঘর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সনাতন ধর্ম-হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য কাজ করছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। বিশ্বব্যাপী হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র চলছে। সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সকলকে একত্রে কাজ করা দরকার। সোমবার ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে এই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। সোমবার সকালে দেওঘরে পৌঁছন মোহন ভাগবত। দেওঘরে সতঙ্গ আশ্রমের কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বাবা বৈদ্যনাথের পূজাচর্না করেন মোহন ভাগবত।

সোমবার গিরিডি থেকে সড়ক পথে দেওঘরে পৌঁছন মোহন ভাগবতউ দেওঘরের সতঙ্গ আশ্রমে পৌঁছনোর পর আশ্রমের প্রধান শ্রী শ্রী দাদা (অশোক চক্রবর্তী)-র আশীর্বাদ নেন মোহন ভাগবত। এরপর সনাতন ধর্ম নিয়ে অশোক চক্রবর্তী ও মোহন ভাগবতের মধ্যে আলোচনা হয়। উদ্বেগ প্রকাশ করে সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত বলেছেন, 'সনাতন ধর্ম-হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য কাজ করছে আরএসএস। বিশ্বব্যাপী হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বড় ষড়যন্ত্র চলছে। সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সকলকে একত্রে কাজ করা দরকার।' প্রসঙ্গত, দেওঘর সফর শেষে এদিনই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে আসার কথা সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের।

পাহারপুরে ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

লাভপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বীরভূমের পাহারপুরে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত ছয়ের পাতায়

অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে হিম্মত দেখাক এর জন্মদাতা কংগ্রেস : বিজেপি নেতা মিশন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসম প্রদেশ কংগ্রেসের হিম্মত থাকলে অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিক। ওই দলের নেতারা সত্যি যদি অসম চুক্তির বিরোধী হয়ে থাকেন তা-হলে প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা কেন এই দফা বাতিল করতে রিজলিউশন নিচ্ছেন না। তা যদি না পারেন, তবে করিমগঞ্জ কংগ্রেসকে নাটকবাজি বন্ধ করতে হবে। তাদের দলের আমদানিকৃত সমস্যায় আজ নাজেহাল হচ্ছেন অসমবাসী। এনআরসি কিংবা অসম চুক্তি তো কংগ্রেসেরই সৃষ্টি। তবে অসম চুক্তিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যদি বাঙালি বনাম অসমিয়ার মধ্যে কোনও দাঙ্গা বাঁধে, তা-হলে এর জন্য কংগ্রেসই দায়ী থাকবে। সোমবার এ কথা স্পষ্ট বলেছেন এআইডিসি-র চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস।

করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় এবং বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা কার্যকর হলে অসমে ডিমাপুরের মতো অবস্থার সৃষ্টি হবে বলে আশংকা ব্যক্ত করে সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছিলেন। এছাড়াও বিজেপি নেতারা এ বিষয়ে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত বলে কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি নেতারা এবার সোচ্চার হয়েছেন। ড় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে আহূত এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতারা সতু রায় এবং কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ-সহ কংগ্রেস নেতৃত্বকে নির্বোধ, সমস্যা আমদানিকারক, রাজনীতির স্বার্থে অশান্তির জন্মদাতা, এমন-কি করিমগঞ্জ কংগ্রেসকে আমরা বাঙালি-র দল বলে আখ্যায়িত করে কঠোর আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেতারা।

জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা এআইডিসি চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস বলেন, কংগ্রেস দিশপুরে এক কথা বলেন আর বরাকে এসে বলেন অন্য কথা। সতু রায় কিংবা কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ কি জানেন না, ১৯৮৫ সালে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়া (বর্তমানে প্রয়াত) এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর (প্রয়াত) নেতৃত্বে তাঁদের দলের সরকার আসু-র সঙ্গে অসম চুক্তি করেছিল। এই চুক্তির ফলেই অসমে এনআরসি হয়েছে। এনআরসি-র মডালিটি তো তাদের দলের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের কার্যকালে তৈরি হয়েছে। সুতরাং এনআরসি-র জন্য রাজ্যের সাধারণ মানুষের যাবতীয় দুর্ভোগের জন্য কংগ্রেসই দায়ী। আজ বরাকের কংগ্রেস নেতারা ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে বিজেপি-র বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেন, অথচ এই কংগ্রেস সরকারের আমলেই ডিটেনশন ক্যাম্প স্থাপন হয়েছিল। মিশন বলেন, ১৯৮৫ সালে হয়তো কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ অবুজ কিংবা পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আজকের সতু রায় সেদিন তো রাজনৈতিকভাবে সচেতন থেকেও কেন আসু-র সঙ্গে তাঁর সরকারকে অসম চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বিরোধিতা করেননি? কই, বিজেপি নেতারা তো অসম চুক্তি করেননি?

মিশনবাবু আরও বলেন, কংগ্রেস দেশে সমস্যা আমদানিকারক একটি দল। আজ পর্যন্ত কোনও একটি সমস্যার সমাধান করেনি তারা। অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর অসমকে শান্ত করার কৃতিত্ব নিয়ে তারা এক সময় স্লোগান দিতেন। কিন্তু আজ তারা এই চুক্তির কার্যকরী রূপের অপব্যাখ্যা করে বিজেপিকে দোষারূপ করছেন। অথচ কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব অসম চুক্তির বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্ত নেয়নি। তা-হলে করিমগঞ্জ কংগ্রেস কি আমরা বাঙালির দল? বরাকে বিজেপি যারা করেন এ সব নেতারা কি বাঙালি নন? বরাক কিংবা অসমের বাঙালি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কি এঁরা বুঝেন না? প্রশ্ন তুলেন মিশন দাস। বলেন, অসম চুক্তি নিয়ে বরাকবাসীর দ্বিধা এবং সংশয়ের কথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতিকে ইতিমধ্যে জানানো হয়েছে। দল অবশ্যই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বিজেপি তো কংগ্রেসের মতো ভোটের স্বার্থে দিশপুরে এক আর করিমগঞ্জে আলাদাভাবে আরেক কথা বলতে পারবে না। সমস্ত রাজ্য, এমন-কি গোটা দেশে দলের অবস্থান একই। বিজেপি নেতারা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত এই অভিযোগ নস্যাৎ করে মিশনবাবু আক্রমণাত্মক মেজাজে সতু রায় ও কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার পরামর্শ দেন।

তিনি জানান, কংগ্রেস ধ্বংসাত্মক রাজনীতি করে। অসমে সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনে তাদের দলের নেতারা গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র, দিশপুরে জনতা ভবন পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা, গণেশগুড়ি-সহ বহু স্থানে ভাঙচুরের জন্য দায়ী। জনতা ভবন পর্যন্ত তারা জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। বর্তমানে অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারা নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে পরোক্ষে তারা আগুন নিয়ে খেলছেন। তবে অসম চুক্তিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যদি বাঙালি বনাম অসমিয়ার মধ্যে কোনো দাঙ্গা কিংবা সংঘাত সৃষ্টি হয় তা-হলে এর জন্য কংগ্রেস নেতারা সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন বলে মন্তব্য করেন প্রাক্তন বিধায়ক দাস।

এদিকে বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, কংগ্রেস সরকারের বিগত দিনের অপকর্মের ফল আজ অসম তথা বরাকবাসীকে ভুগতে হচ্ছে। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ কিংবা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় তাদের সরকারের কার্যকালের ভুল সিদ্ধান্ত ও অপকর্ম ডাকতে বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে তাদের মুখে চুনকালি পড়েছে। বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিশেষ উদ্যোগে। কিন্তু বিল কিংবা আইন নিয়ে কমলাক্ষ দে ছয়ের পাতায়

ইতালিতে করোনা-সংক্রমণে তৃতীয় মৃত্যু, ইউরোপ জুড়ে আতঙ্ক

রোম, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাস সংক্রমণে ইতালিতে প্রাণ হারালেন আরও একজন। ইতালির ক্রেমনা প্রদেশের লম্বারডি রিজিওনে মৃত্যু হয়েছে একজন বৃদ্ধার, ওই বৃদ্ধা অবশ্য ক্যান্সারের রোগী ছিলেন। ওই মহিলার মৃত্যুর পর ইতালিতে করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩-এ। ইতালিতে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১৩০। তৃতীয় মৃত্যুর পর করোনা-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ইতালিজুড়ে।

ইরানেও বাড়ছে করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। ইরান থেকে মারণ এই রোগ যাতে অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়ে সেই কারণে তুরস্ক, পাকিস্তান, আর্মেনিয়া এবং আফগানিস্তান ইরানের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে।

আগরতলায় সোমবার আউআবি এর উদ্যোগ আমরণ অনশনে শামিল হয় কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃত্যু বেড়ে ২,৫৯২, সংক্রমিত ৭৭ হাজারেরও বেশি

বেজিং, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন আরও ১৫০ জন। ফলে সোমবার সকাল পর্যন্ত চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা পৌঁছল ২,৫৯২-এ। মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭,১৫০ জন। সোমবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের-হানায় সোমবার সকাল পর্যন্ত আরও ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত চিনে মৃতের সংখ্যা ২,৫৯২। হুবেই-সহ চিনের অন্যান্য প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭,১৫০ জন। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪০৯ জন। হুবেই প্রদেশে আরও ১৪৯ জনের মৃত্যু, উহানেই প্রাণ হারিয়েছেন ১৩১ জন করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল চিনের হুবেই প্রদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ১৪৯ জন। ১৪৯ জনের মধ্যে ১৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে হুবেই প্রদেশের উহান শহরে। হুবেই প্রাদেশিক স্বাস্থ্য কমিটি জানিয়েছে, সোমবার সকাল পর্যন্ত হুবেই প্রদেশে আরও ১৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। হুবেই প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪,২৮৭ জন। শুধুমাত্র হুবেই প্রদেশেই ২,৪৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৬,৭৩৮ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, শার্জিলের বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি, ফের চারদিনের পুলিশ হেফাজত

গুয়াহাটি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ির সাংসদ এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমলের সঙ্গে ছয় বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক! গত ডিসেম্বরে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত উত্তাল আন্দোলনের সময় দিল্লিতে আজমলের বাড়িতে বৈঠক করেছেন। অসম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের টানা জেরায় স্বীকারোক্তি শার্জিল ইমামের। এদিকে শার্জিলকে আজ গুয়াহাটি মহানগর সিজেএম আদালতে পেশ করে আরও চারদিনের জিম্মায় নিয়েছে পুলিশ।

গত চারদিন ধরে শার্জিল ইমামকে ধারাবাহিকভাবে জেরা করছেন অসম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের পদস্থ ও উচ্চপদস্থ অফিসাররা। জিজ্ঞাসাবাদে অসমের সঙ্গে তার যোগসূত্রের বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশের যুগ্ম কমিশনার দেবরাজ উপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি জানান, শার্জিল নাকি স্বীকার করেছে, 'সিএএ'-বিরোধী আন্দোলনের সময় নয়াদিল্লিতে এআইইউডিএফ-সুপ্রিমো তথা সাংসদ বদরউদ্দিন আজমলের সঙ্গে তার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। যন্তর—মন্তরে 'সিএএ'-র বিরুদ্ধে এআইইউডিএফ যখন প্রতিবাদী কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল তখনও শার্জিল ইমামের নেতৃত্বে জেএনইউ-এর ছয়ের পাতায়

ধস শেয়ার বাজারে, সেনসেক্স নামল ৪৫০ পয়েন্টে

মুম্বাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সপ্তাহের শুরুতেই সোমবার ধস নামল শেয়ার বাজারে। এদিন সকালে শেয়ার বাজার খুলতেই সেনসেক্স পড়ে যায় ৪৫০ পয়েন্ট।

ভারতের অর্থনীতির যা সর্বনাশ হওয়ার তা তো হয়েছিলই এবার বাড়তি সর্বনাশ হিসাবে দেখা গেল শেয়ার সূচকের পতন। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তাও সেনসেক্সের উপর প্রভাব ফেলেছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। আজ এশিয়ার সব বড় শেয়ারবাজার খোলে নিম্নমুখী গ্রাফে। সেই মতো ভারতের শেয়ারবাজার খুলতেই নামে চূড়ান্ত পতন। এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তারা স্বীকার করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরকালে কোনও বাণিজ্য চুক্তি নাও হতে পারে। কারণ হিসাবে তাঁরা জানিয়েছেন, এখনও বাণিজ্য খাতে ভারতের আরোপিত বিধি নিষেধ নিয়ে বড় উদ্বেগে রয়েছে আমেরিকার।

দীর্ঘ ছুটির পর খুলল কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল, উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা

শ্রীনগর, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দীর্ঘ পাঁচমাস পর খুলল কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল। সোমবার সকাল থেকেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে কচিকাচাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। দীর্ঘ ছুটির পর সোমবার স্কুলে আসতে পেরে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা।

রঙিন পোশাক পড়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল তারা। হাইওয়েতে গাড়ির সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করার পর থেকেই বন্ধ ছিল স্কুল। মাঝে স্কুল খোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে পড়ুয়া বা অভিভাবকদের থেকে সাড়া মেলেনি। তাই স্কুলগুলি চালু করা সম্ভব হয়নি।

জানা গিয়েছে, আগস্ট মাসের পর থেকে দফায়-দফায় স্কুল চালু করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু অভিভাবকরা পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাননি। ৩৭০ ধারা বিলোপ করার পর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তি ছড়িয়েছিল। পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পেয়েছিলেন তাঁদের অভিভাবকরা। ফলে বাড়িতেই চলছিল পড়াশোনা। এমনকী বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দিয়েছে তারা। দীর্ঘ ছুটির পর সোমবার স্কুলে আসতে পেরে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা।জম্মু-কাশ্মীরের স্কুল শিক্ষা দফতরের ডিরেক্টর ইউনিস মালিক জানান, শীতের ছুটির পর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কাশ্মীরের সবক'টি স্কুল খোলা হবে। সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শ্রীনগরের সরকারি স্কুলগুলি সকাল ১০টা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত খোলা থাকবে। তবে অন্য স্কুলগুলি বেলা সাড়ে দশটা থেকে বিকেল সাড়ে তিনটে অবধি খোলা থাকবে। এ প্রসঙ্গে ইউনিস মালিক জানান, দীর্ঘদিন ধরে স্কুল বন্ধ রয়েছে। ফলে বাকি রয়েছে সিলেবাস। সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করতে দায়িত্ব দ্বিগুণ হচ্ছে আমাদের। একইসঙ্গে সিলেবাসের অগ্রগতি দেখতে ফিল্ড অফিসারদের প্রতিদিন স্কুলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুরু হল সিবিএসই মাধ্যমিক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষাকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে আগামী ১৮ মার্চ পর্যন্ত। মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকেই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির সামনে ছাত্র ও অভিভাবকদের ব্যাপক ভিড় পরিলক্ষিত হয়। রাধানগর সংলগ্ন হিন্দি স্কুলে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে গিয়ে অভিভাবকদের রীতিমতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাস্তা পারাপারে সমস্যা দূর করার জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য অভিভাবকরা দাবি জানিয়েছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন বাংলা বিষয়ে পরীক্ষায় কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মিলেনি। অসদুপায় অবলম্বনের জন্য কাউকে বহিষ্কারেরও সংবাদ নেই।

অ্যাসিড খেয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। পণের দায়ে নির্যাতিতা আরও এক গৃহবধূর জীবনদ্বীপ অকালে নিভে গেল। মৃত গৃহবধূর নাম চন্দনা কর। স্বামীর নাম চম্পক সোম। ধলেশ্বর ভাড়াবাড়িতে কার্বোলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে গৃহবধূটি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পণপ্রথা ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

প্রতিদিনই কোন না কোন স্থানে পণের দায়ে হত্যাকাণ্ড কিংবা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে। রাজধানীর পূর্ব থানাধীন ধলেশ্বরের একটি ভাড়াবাড়িতে কার্বোলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে এক গৃহবধূ। গৃহবধূটির নাম চন্দনা কর। জানা যায়, ৮ বছর আগে তেলিয়ামুড়ার শান্তির নগরের চন্দনা করের সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়েছিল কল্যাণপুরের চম্পক সোমের সঙ্গে। বিয়েতে পাত্রপক্ষের দাবি অনুযায়ী নগদ টাকা সোনা-গয়না মিটিয়ে দেবার পরও গৃহবধূকে বাপের বাড়ি থেকে আরও টাকা পয়সা এনে দেবার জন্য ক্রমাগত নির্যাতন করত স্বামী। কর্মসূত্রে স্বামী স্ত্রী এক সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ধলেশ্বরে ভাড়াবাড়িতে থাকত। ভাড়াবাড়িতেই গৃহবধূ কার্বোলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ মূলে পুলিশ মামলা গ্রহণ করেছে। মৃতার শাশুড়ি পূর্ণিমা সোম জানান, ছেলে ও ছেলে বউ ভাড়া বাড়িতেই থাকত। কোন ধরনের ঝামেলা ছিল বলে তার জানা নেই। মৃতার শাশুড়ি আজ সকালেই ছেলের ভাড়া বাড়িতে আসেন ডাক্তার দেখাতে। ওই সময় বউমা নাকি রান্না করছিল। কখন কার্বোলিক অ্যাসিড খেয়েছে তা তিনি বলতে পারছেন না। নির্যাতনের অভিযোগ তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

টিয়কে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আটক দুই

টিয়ক (অসম), ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : যোরহাট জেলার টিয়কে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার দায়ে দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের জনৈক তপন শইকিয়া ও বিশ্বজিৎ নেওগ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। মূলত তপন শইকিয়ার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি লাইসেন্সবিহীন পিস্তল।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দা জনৈক তপন শইকিয়ার বসতবাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযান চালিয়ে বালিতে পোতে রাখা একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের জেরায় তপন শইকিয়া নাকি বলেছে, পিস্তলটি জনৈক বিশ্বজিৎ নেওগ নামের ব্যক্তি এলাকার জাজি নদীর বনাইঘাটে বালির চর থেকে উদ্ধার করেছিল। পরে পিস্তলটি তার বাড়িতে এনে বালির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল বিশ্বজিৎ। তপন শইকিয়ার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিশ্বজিৎ নেওগকেও আটক করেছে পুলিশ।

কুকীর্তি

● প্রথম পাতার পর

সুমন্ত নমঃ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেছে। পুলিশ তাকে ধরার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তল্লাসী চালিয়েছে। এদিকে, প্রসূতি মায়ের শারীরিক অবস্থা ভাল না থাকায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাদারিহাটে হাতির হানায় মৃত প্রৌঢ়

রাঙ্গালিবাজনা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে।এদিন বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন কালাপানি বস্তির বাসিন্দা শের বাহাদুর তামাং (৫৫)। রাস্তায় তিনি হাতির সামনে পড়ে যান। এরপরই হাতিটি তাঁকে পায়ে পিষে দেয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ঘটনাস্থলেই শের বাহাদুর তামাংয়ের মৃত্যু হয়। ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। কালাপানির বাসিন্দা ধনপ্রসাদ তামাং বলেন, 'ওই এলাকায় কিছুদিন ধরে একটি দলছুট মাকনা হাতি ঘোরাঘুরি করছে। সম্ভবত ওই হাতিটির সামনে পড়ে যান শের বাহাদুর।' জলপাইগুড়ির অনারারি ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরী বলেন, 'জায়গাটি বনাঞ্চল নাকি লোকালয় তা চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া চলছে। চিহ্নিত হলেই মৃতের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে কি না তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

এক সঙ্গী টের পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। জেরায় ওই যুবক জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ইয়াবা ট্যাবলেটের ভীষণ চাহিদা রয়েছে। তাই পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি বিএসএফ-কে জানিয়েছে, আমদানি-রফতানির কাজ করেন তিনি।বিএসএফ ওই ব্যক্তিকে ইয়াবা সহ পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ওই পাচার বাণিজ্যের সাথে আরো কে যুক্ত রয়েছে তা খুঁজে বের করতে চাইছে পুলিশ।

জুয়ার

● প্রথম পাতার পর

প্রণব দেবনাথ বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হানা দেন।

ওই অভিযানে নেমে পুলিশ জুয়ার সামগ্রী সহ নগদ ৪০,১৫৫ টাকা সহ চারজন জুয়াড়িকে আটক করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রণব দেবনাথ জানিয়েছেন, জুয়ার আসর থেকে চারু মগ(২৮), বর্ত গোপাল চাকমা(৪২), চানাই চাকমা(৩৮) এবং দীপুমনি চাকমা(২৮)-কে আটক করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই শিলাছড়ির বাসিন্দা বলে চিহ্নিত হয়েছে। তবে, ওই জুয়ার আসরের মূল কাণ্ডারীকে পুলিশ আটক করতে পারেনি। পুলিশি অভিযান আঁচ করতে পেরে সুযোগ বুঝে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং বেআইনি কাজ থামাতে পুলিশ এ-ধরনের অভিযান জারি রাখবে।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

মিটিং, মিছিলের অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ। অথচ শাসক দলকে যে কোন সময় লাঠিসোঁটা নিয়ে মিটিং, মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

এ ধরনের দ্বিচারিতা বন্ধ করে বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও জানানো হয়। পাশাপাশি হামলা হুজ্জুতির ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।সিপিআইএম-এর অপর বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, এই রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলেছে। ধর্মনগরে পরপর দলীয় অফিসে হামলা, ভাঙচুর চালানো হচ্ছে। বিশালগড়ে সর্বভারতীয় আন্দোলন কর্মসূচিতে পুলিশের সামনে পেট্রোল বোমা মারা হয়েছে। পার্টি অফিসে মিটিং চলাকালে দলীয় নেতাকর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বিরোধীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা ও রাজনীতির গুন্ডাবাজি বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছেন তিনি। শ্রী চৌধুরী আরও বলেন, ধর্মনগরে আইনের শাসন নেই। মা-বোনেরাও রেহাই পাচ্ছেন না। অসংখ্য এফআইআর করা হয়েছে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ। অবিলম্বে ধর্মনগর পার্টি অফিসের সামনে পুলিশ পিকেট বসানোর জন্য তিনি জোরালো দাবি জানিয়েছেন। সর্বোপরি রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখতে বিরোধী দল বৃহত্তর শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শামিল হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে বলেও প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানিয়েছেন।

পুলিশ হেফাজত

পাচের পাতার পর

এক দলের সঙ্গে আজমল এবং অন্য কয়েকজন দলীয় নেতার বৈঠক হয়েছিল। শার্জিল নাকি বলেছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়ন হওয়ার পর দেশের মুসলমানদের কী করতে হবে তার ওপর আলোচনা হয়েছিল আজমলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে।

এছাড়া ক্রাইম ব্রাঞ্চের জেরায় শার্জিল অসমের আরও কয়েকজন ব্যক্তির নাম নিয়েছে। এদের মধ্যে একটি সংবাদগোষ্ঠীর স্বত্বাধিকারী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ এবং জেএনইউতে অধ্যয়নরত অসমের ছাত্রের নাম রয়েছে। শার্জিল ইমাম বেশ কয়েকবার অসমে এসেছে। আগে কার কার সঙ্গে কোথায় দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে সে সব তথ্য ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে এসে পড়েছে, দাবি পুলিশের।

জখম পাঁচ

পাচের পাতার পর

মহাকলে বলে জানা গেছে।

এদিকে দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে অবরোধস্থলের দু পাশে শতাধিক যানবাহন আটক পড়ে। খবর পেয়ে অকুস্থলে পৌঁছেন বদরপুর থানার ওসি বিকে বর্মন, ট্রাফিক ইনচার্জ শ্যামানন্দ সিংহ-সহ পুলিশে এক দল। তাঁরা যাত্রী নিরাপত্তার নিশ্চিত আশ্বাস দিলে সড়ককে অবরোধ মুক্ত করেন উত্তেজিত জনতা। এছাড়া দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া পিয়াগো ও ট্রাককে বদরপুর থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে নিহত চামেলি দাসের নিথর দেহ ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘিরে চাঞ্চল্য

পাচের পাতার পর

দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তার পকেট থেকে উদ্ধার হয়েছে মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রের কার্ড। সোমবার সকালে পাহারপুরের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ।

জানা গেছে, বীরভূমের লাভপুরের বাসিন্দা বলরাম থান্ডার। পেশায় কাঠমিস্ত্রি তিনি। আগামী ১১ মার্চ তাঁর মেয়ের বিয়ে। রবিবার সকালে বেশ কিছু বিয়ের কার্ড নিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সারা রাতেও বাড়ি ফেরেননি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিয়েও তাঁর হদিশ পাননি পরিবারের সদস্যরা। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকালে পাহারপুর এলাকায় একটি ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায় সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। এরপরই পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয় বলরামবাবুর পরিবারে। মেয়ের বিয়ের দিন পনেরো আগে কেন আত্মঘাতী হলেন বলরামবাবু তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পুলিশ। যদিও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে যে, বিয়ের খরচ সামাল দিতে পারছিলেন না তিনি। সেই কারণেই এই মর্মান্তিক পদক্ষেপ।

জানালেন রিজিজু

তিনের পাতার পর

জওয়ানরা। জরুরি অবস্থায় এমন ধরণের স্কুটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নিজের ট্যুইটারে স্নো-স্কুটারে চড়ার ছবিও পোস্ট করেন তিনি।

করল আদালত

তিনের পাতার পর

কানহাইয়া কুমার, ওমর খালিদ এবং অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। চার্জশিটে ৭ জন অন্য কাশ্মীরি পড়ুয়াদেরও নাম রয়েছে। চার্জশিটে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতকতা, দাঙ্গায় উস্কানি, অবৈধ জমায়েত করা, ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

উল্লেখ ২০১৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জেএনইউ ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দেশবিরোধী স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে কানহাইয়া কুমার, ওমর খালিদ, অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বর্তমানে এরা তিনজনই জামিনে মুক্ত রয়েছে।

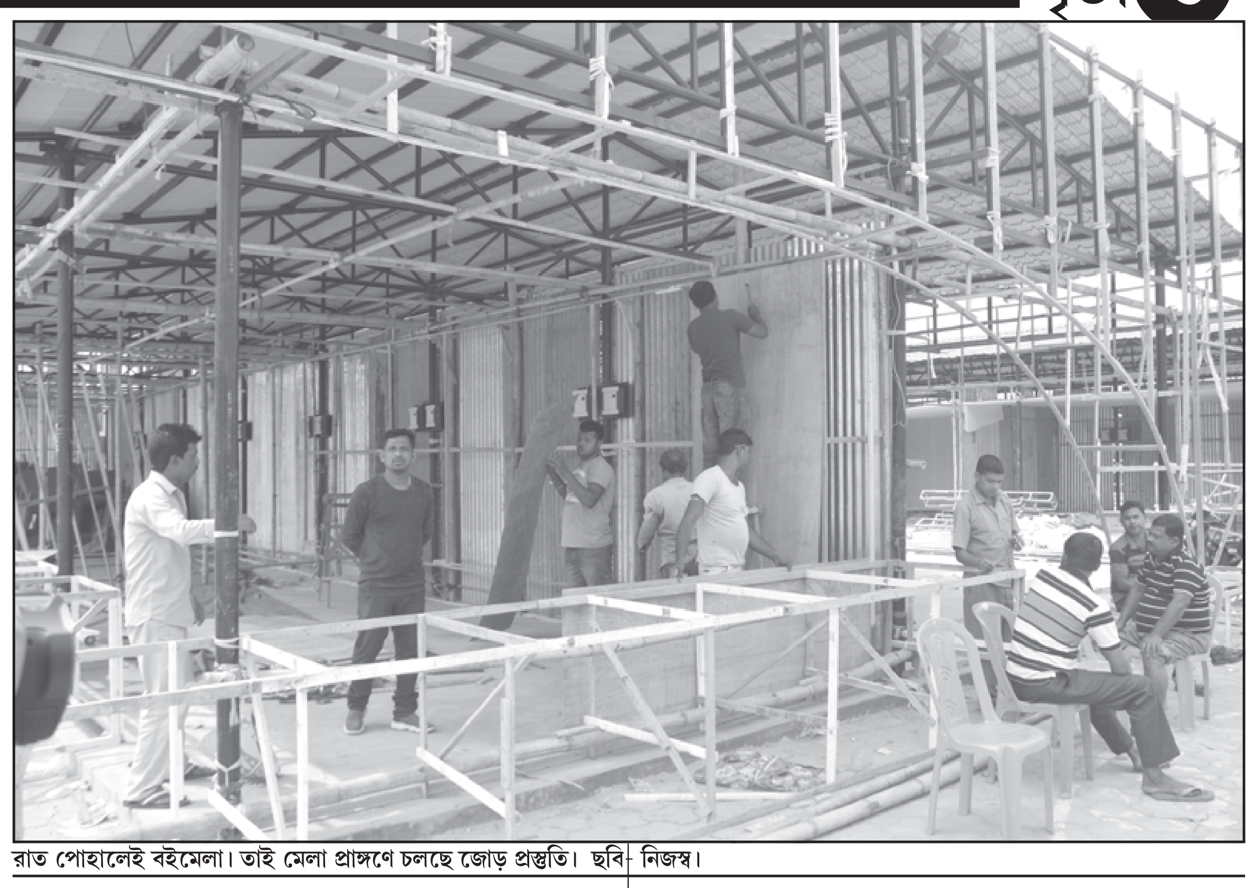

রাত পোহালেই বইমেলা। তাই মেলা প্রাঙ্গণে চলছে জোড় প্রস্তুতি। ছবি- নিজস্ব।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

নিষিদ্ধ নেশাসামগ্রীও উদ্ধার করেছে বিএসএফ। প্রায় ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭০৬ টাকা মূল্যের বিভিন্ন অবৈধ নেশা সামগ্রী বিএসএফ সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচার হওয়ার সময় উদ্ধার করেছে, জানিয়েছেন অরুণ ভর্মা।

কমিটির

● প্রথম পাতার পর

মতো জীবনযাপন করছেন বাঙালিদের ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক ত্রিপুরা সরকার। শুধু তাই নয়, হিংসার স্বীকার আনন্দবাজার থানায় আশ্রিত বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন না দেওয়া পর্যন্ত রেশন ও আর্থিক সাহায্য পুনরায় চালু করা হোক।

তিনি বলেন, ওই দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে সমগ্র কাঞ্চনপুর মহকুমায় সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের বনধ পালন করা হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বনধের সিদ্ধান্ত থেকে পিছপা হব না আমরা।

সিএএ

● প্রথম পাতার পর

ভারত সফরে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার সকালে আমদাবাদ হয়ে আগরা গিয়েছেন তাঁরা। সেখান থেকে দিল্লি ফেরেন। তার মধ্যেই পরিস্থিতি এমন চরম আকার ধারণ করায় উদ্বেগ বাড়ছে সাউথ ব্লকের। শান্তি বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া। অশান্তি থেকে দূরে থাকতে তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বৈজলও।

উল্লেখ্য, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-র বিরোধিতা করে শনিবার রাতে জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের সামনে অবস্থান শুরু করেন হাজারেরও বেশি মহিলা। বিক্ষোভের জেরে স্টেশনে প্রবেশ এবং বাইরে বেরোনোর গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পঃবঙ্গের রাজ্যপাল

আটের পাতার পর

জানিয়েছেন, দেশের সংবিধানের ২৪৩কে ধারা মেনেই তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে তলব করেছেন রাজভবনে। তাঁর কাছ থেকেই তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত সব বিষয় জানবেন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই প্রশাসনের অন্দরে পুরভোট নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এপ্রিলের প্রথমে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হবে। তারপর শেষের দিকে বাকি ১১০ পুরসভার নির্বাচন করতে চায় রাজ্য।

উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা

আটের পাতার পর

পাশাপাশি তিনি এও বলেন ভিত্তিহীন কথা দিয়ে কখনও সাংবাদিকতা হয় না। খবরে সত্যি কথার অভাব থাকায় সাংবাদিকতার মর্যাদা কমে যাচ্ছে।রাজ্যের সাংবাদিকতা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে তিনি বলেন, গরিবদের কথা লেখা হয় না। সরকারি চাকুরেদের পিএফ, মাইনে বাড়ল না কেন তা নিয়ে খবর হয়। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি হয়নি, তা নিয়ে কোনও লেখা নেই। ডাল-ভাত সাংবাদিকতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'যা সহজ, তা করতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু যা সঠিক তা করতে আমরা প্রস্তুত নই।'

সাংবাদিকতায় নৈতিকতা বোধ বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করে বর্ষীয়ান সাংবাদিক সৌগত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়বস্তু এবং তথ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। ঘটনাস্থলে গিয়ে খবর সংগ্রহ করা। জনগণের স্বার্থে খবর করতে হবে। বহুত্ববাদ বিকোশিত করতে হবে।-

কংগ্রেসের

আটের পাতার পর

নৈশভোজ বয়কট করেছে কংগ্রেস।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সৌজন্যে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এদিন এক নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেই ভোজে উপস্থিত থাকার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিং, রাজ্যসভার সাংসদ গুলাম নবি আজাদ, কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরি। আমন্ত্রিতের তালিকায় সোনিয়া গান্ধীর নাম না থাকায় কংগ্রেসীদের ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এক মাত্র এই নৈশভোজ ছাড়া বিরোধীদের সঙ্গে ট্রাম্পের আর কোনও বৈঠকে আয়োজন করা হয়নি। তা নিয়েও রবিবার ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

বিজেপি নেতা মিশন

পাচের পাতার পর

পুরকায়স্থ যে দ্বিমুখী আচরণ করেছেন বরাকবাসী অবশ্যই তা মনে রাখবেন। বিল সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করতে বরাকে যৌথ সংসদীয় কমিটি আসার আগের দিন করিমগঞ্জ শহরে বিলকে সমর্থন করে মশাল মিছিল করেছিলেন বিধায়ক। আবার পরের দিন সংসদীয় কমিটির সামনে গিয়ে বিলের বিরোধিতা করেছিলেন, এটা কী ধরনের রাজনীতি? এটা কি প্রতারণা নয়? এটাই তো কংগ্রেসের আসল চরিত্র। যেদিন সংসদে বিল পাশ হল সেদিন অফিসপাড়ায় তারা প্রতিবাদী ধরনা কর্মসূচি পালন করেছেন। তরুণ গগৈ তো বিল নিয়ে তিনবার তিন ধরনের মন্তব্য করেছেন। আজ সময় এসেছে সতু রায়, সুস্মিতা দেব কিংবা কমলাক্ষবাবুকে উত্তর দিতে হবে, অসম চুক্তির হোতা কে? সিন্ডিকেট কাদের সরকারের সময় ছিল? ডিটেনশন ক্যাম্প কারা স্থাপন করেছিলেন? এ সব বহু প্রশ্ন উত্থাপন করে কংগ্রেস নেতৃত্বকে শিষ্টাচার বজায় রেখে রাজনীতি করার আহ্বান জানান সুব্রত ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, সম্প্রতিকালে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বরাকের মুসলমানরা খিলঞ্জিয়া বলে দাবি করেছেন। তা-হলে এখানকার হিন্দুরা কি সবাই উদ্বাস্তু? এরা কি অন্য স্থান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন? বিধায়ক কমলাক্ষের এই মন্তব্যের নিন্দা জানান তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতা কৃষ্ণ দাস, রবীন্দ্র দাস, সঞ্জীব বণিক, নির্মল বণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আদালত

● প্রথম পাতার পর

থেকে ওয়াই পি সিংকে আগরতলায় আনা হয়েছিল। তাঁকে ১৭ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরমে আইআরএস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গ্রেফতার করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এদিকে, পূর্ত দফতরে আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে মামলার তদন্তকারী অফিসারের তলবে এনসিসি থানায় হাজিরা দিয়েছেন প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী ও প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল ভৌমিক। গত শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত তিনজনকে একসাথে পাশাপাশি বসিয়ে জেরা করেছেন ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা।

প্রচুর

● প্রথম পাতার পর

করেও ব্যর্থ হলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পার্শবর্তী বিজয় নদীতে একটি এবং পুকুরে একটি জলের পাম্প লাগিয়ে আগুন আয়ত্বে আনার চেষ্টা করেন।

স্থানীয়দের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং দমকল বাহিনীর সহযোগিতায় প্রায় দুই ঘন্টা পর আগুন আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু, দুইটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বাকি চারটি দোকানের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তার মধ্যে একটি কাপড়ের দোকান ছিল। আগুন আয়ত্বে আনতে গিয়ে সমস্ত কাপড় জলে ভিজে গেছে। দমকল কর্মীর দাবি, আগুনের সূত্রপাত কিভাবে তা এখনো জানা যায়নি। তাছাড়া, ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রচুর হলেও এখনো তা নিরূপণ হয়নি। তবে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, বলেন তিনি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, দিনের বেলার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। রাতের বেলার ওই আগুন লাগলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান আরও বেশি হত। এমনকি, প্রাণহানির ঘটনাও ঘটত।

আমেরিকা

● প্রথম পাতার পর

কোহলি শচিন তেণ্ডুলকর, বিরাট কোহলির মতো ক্রিকেটারদের জন্য আপনারা উতাহ ব্যক্ত করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আশ্বাস দিয়েছেন, আমরা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতকে সব সময় সাহায্য করব। অত্যাধুনিক এবং সর্বাধিক ভয়ঙ্কর সামরিক সরঞ্জাম ভারতকে সরবরাহ করার জন্য আমরা মুখিয়ে রয়েছে। আমরা সেরা সরঞ্জাম তৈরি করি এবং আমরা এখন ভারতের সঙ্গে চুক্তি করছি। উগ্র ইসলামী সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে নাগরিকরদের রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধ উভয় দেশই। আমার প্রশাসনের অধীনে আইসিস-এর রক্তপিপাসু খুনিদের প্রতিহত করতে আমেরিকান সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছি। বর্তমানে আইসিস-এর ১০০ শতাংশ আঞ্চলিক ফেলাফত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আল বাগদাদি মারা গিয়েছেঊ ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, ভারত ও আমেরিকা মিলে উন্নততর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কাজ করবে। একসঙ্গে কাজ করে দু'দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নত হবে বলে আমার আশা। আগামীকাল ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি হবে। সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ রুখতে এবং সন্ত্রাসীদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমেরিকা ও ভারত। সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং পাকিস্তানি সীমান্তে জঙ্গিদের ততরতা রুখতে ইতিবাচকভাবে কাজ করছে আমার সরকাব।পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভালঊ দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত দেশে উত্তেজনা হ্রাস, স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রীতির জন্য আমরা আশাবাদী।'

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমেরিকার ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের আগমণে আরও শক্তিলী ও দৃঢ় হয়েছে ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক। সোমবার দুপুরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম মোতেরা স্টেডিয়ামে আয়োজিত 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠানে এই মন্তব্যই করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বেলা ১১.৪০ মিনিট নাগাদ সপরিবারে আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দরে আসেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিমানবন্দর থেকে প্রথমেই ট্রাম্প-মেলানিয়া যান সবরমতী আশ্রমে। সবরমতী আশ্রমে বেশ কিছু সময় কাটানোর পর সস্ত্রীক মোতেরা স্টেডিয়ামে যান ডোনাল্ড ট্রাম্পঊ ট্রাম্পকে অভ্যর্থনা জানাতে আয়োজিত 'নমস্তে ট্রাম্প' ইভেন্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আজ ফের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বলা যেতে পারে। পাঁচ মাস আগে, হাউডি মোদী-র মাধ্যমে আমার আমেরিকা ভ্রমণ শুরু হয়েছে। আজ, আমার বন্ধু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নমস্তে ট্রাম্পের মাধ্যমে আহমেদাবাদে তাঁর যাত্রার সূচনা করেছেন। ১৩০ কোটি ভারতীয়র পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আমন্ত্রণ জানালাম।'

ট্রাম্পের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে, মিস্টার ট্রাম্প। আমরা গুজরাটে রয়েছি ঠিকই, কিন্তু গোটা দেশ আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী রয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প, ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও জ্যারেডের উপস্থিতি ও আগমণ ভারত-আমেরিকা সম্পর্ককে আরও উষ্ণতা যোগ করেছে, আরও দৃঢ় হয়েছে সম্পর্ক।' মোদী বলেছেন, এই ইভেন্টের নামের অর্থ 'নমস্তে' খুবই গভীর। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাগুলির মধ্যে একটি শব্দ-সংস্কৃত। এর অর্থ হল শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকেই নয়, তাঁর ভিতরে দেবতত্বকেও আমরা শ্রদ্ধা জানাই।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'আপনি সবরমতী নদীর তীরে রয়েছেন, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আপনি বৈচিত্র্যময় ভারতে রয়েছেন। ভারত এম দেশ যেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রয়েছেঊ। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন ঐতিহ্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সফর ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়। এমন একটি অধ্যায় যা আমেরিকা ও ভারতের জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন দলিল হয়ে উঠবে।'

ট্রাম্পের সঙ্গেই দু'দিনের সফরে ভারতে এসেছেন আমেরিকার ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। আমেরিকার ফার্স লেডির ভূয়শী প্রশংসা করে মোদী বলেছেন, 'ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের এখানে উপস্থিত থাকা অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার। স্বাস্থ্যকর এবং সুখকর আমেরিকার জন্য আপনি যা করেছেন, তার ভাল ফলাফল মিলছে। সমাজে শিশুদের জন্য আপনি যা করছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমাদের মাঝে ইভাঙ্কা এসেছে, এটাও আমাদের কাছে বড় সম্মানের বিষয়।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বৈচিত্যের মধ্যে ঐক্য ও স্পন্দন শক্তিশালী আমেরিকা-ভারত সম্পর্কের ভীত মজবুত করে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম মোতেরা স্টেডিয়ামে 'নমস্তে ট্রাম্প' ইভেন্টে বক্তব্য শেষে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একে-অপরকে জড়িয়ে ধরেন। মোদীর বক্তব্য শেষেই বক্তব্য রাখেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

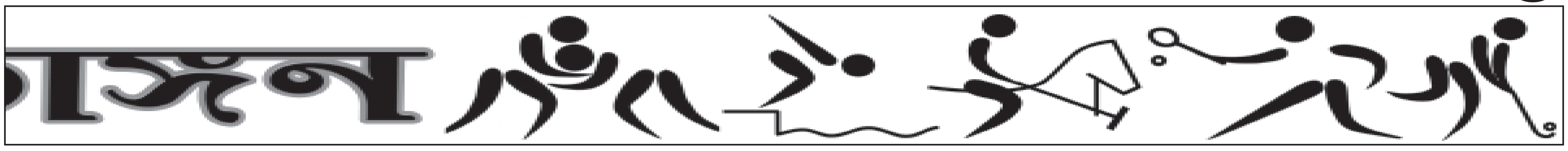

No.F.93 (66)-1CA/2019/GEN Dated, Agartala 18/02/2020

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR SUPPLY & INSTALLATION OF CCTV SURVEILLANCE CAMERAS REQUIREMENT IN RABINRA SATABARSHIKI BHAWAN, AGARTALA.

Sealed Expression of Interest (EOI) are invited by the "Society for Management of Cultural Complex" under ICA Department from leading, reputed, professionally & financially sound and duly registered companies / agencies/ organizations with proven track record and having capabilities in design, supply, installation, commissioning and maintenance of CCTV surveillance system in Rabindra Satabarshiki Bhawan, Agartala. Interested firms are requested to send their sealed EOI under a sealed envelope superscripted with "Expression of Interest (EOI) for CCTV surveillance system Requirement in Rabindra Satabarshiki Bhawan by post or handed over to the office of the Director, Information & Cultural Affairs. The last date of E01 submission addressed to the Director, Information & Cultural Affairs, Government of Tripura, Gandhighat, Agartala is 25th February'2020 upto4:00 P.M. The Society will examine the credentials of the firms, based on the submitted documents as per the eligibility criteria. BasecLag the proposed acceptance solution, tender will be issued to the eligible & qualified vendors based on the EOI, the Society reserves the right to issue the reque:t for proposal /tender only to those vendors who are eligible and qualified based on the evaluation of the EOI submitted by the bidders, vendor presentation etc. the decision of the society in this regard shall be final. The undersigned reserves the right to reject any or all the offers without assigning any reasons. Any attempt on the part of any firms to influence, negotiate directly or in directly with the society will lead to exclusion from consideration the society also reserves the right to amend the scope of the work at any point of time.
Further details on the EOI document containing the details of qualification criteria, submission requirement & scope of the work etc. may be obtained from the Cultural Section of this Directorate and can also be downloaded from the departrnent v4bsite www.trjpuraica.in.

(Ratan Biswa)
Member SecretarySociety for
Management of Cultural Complex under
Information & Cultural Affairs Department

ICA/C-2605/2019-20

No.F.7 (28) - IGMH/PS/2016(Sub - III) Dated, Agartala the19/02/2020

" SHORT NOTICE INVITING QUOTATION "

Sealed quotations are invited by the Medical superintendent , IGM Hospital, Agartala, from the bonafide Manufacturers/Authorised Distributors/ suppliers for supply of some surgical items/ accessories for use in IGM Hospital, Agartala. Detailed informations alongwith tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before 27/02/2020 upto 3.30 P.M. and last date of bid submission is 28 /02/2020 upto 4.30 P.M. & quotation will be opened on 29 /02/2020 at 11.30 A.M. or on next working day at 12 noon if possible & interested bidders may remain present at the time of bid opening session.

Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala.

ICA/C-2611/2019-20

(PH & FAX-(0381)-2325988, email id: eerd.agartala-tr@gov.in)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-43/EE/RDAD/2019-20 Dt. 18-02-2020

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 03/03/2020 for the following works: (1) "Construction of Single cell box culvert (2.0 x 2.0) at Kansha Das Para road under Satdubia GP of Mohanpur R D Block". ECV: 5,17,135.00 (2) "renovation of Sukumar Smriti Chhatrawas attached to Pragati Vidyabhavan, Agartala". ECV: T 4,40,496.00 (3) "Renovation of Dr. B. R. Ambedkar Smriti Chhatriniwas at Jagannathbari Road, Agartala". ECV: T 4,50,034.00 (4) "Construction of Irrigation channel from near the land of Malati Choudhury to near the land of Shishu Ranjan Sarkar (435 mtr) at Ballabpur GP under Dukli R D Block, West Tripura" (2"d call). ECV: T 15,15,349.00. (5) "Providing brick soling road from Debu Choudhury land to Naba Dulal Baishya house at Kanchanmala GP under Dukli R.D. Block, West Tripura". ECV: 73,75,587.00 (4" Call). Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.govin and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memoran website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-2600/2019-20

৩৮ তম আগরতলা বইমেলা - ২০২০
বিষয় - আমার ত্রিপুরা আমার সংস্কৃতি
স্থান :- মুক্তমঞ্চ,আর্ন্তজাতিক মেলা প্রাঙ্গণ, হাঁপানিয়া, আগরতলা
তারিখ :- ২৬ ফেব্রুয়ারি - ৮ মার্চ, ২০২০

অনুষ্ঠানসূচী

২৭ ফেব্রুয়ারি ,২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** অধিরাজ দেববর্মা,আসরাফ আলি,মালবিকা সাহা,বহ্নিশিখা ভট্টাচার্য্য,উমা ঋষিদাস,সাধনা রিয়াং,শুক্লারানী দাস,স্মৃতি বনিক,রিদ্রা দেববর্মা,পৃথা দত্ত ভৌমিক, **যন্ত্রানুসঙ্গে :** সুরজিৎ আচার্য্য (তবলা), শুভঙ্কর শীল (কি-বোর্ড), তন্ময় দাস (অক্টোপ্যাড), **সঞ্চালনা :** দ্বীপান্বিতা দেব

২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** নীলিমা ঘোষ, জুলাই দেববর্মা, গোবিন্দ দাস, মৌটুসী দাস, প্রমথা সরকার, ত্রিদীপ ধর,**যন্ত্রানুসঙ্গে :** প্রনব সিংহ (তবলা),আকাশ মন্ডল (কি-বোর্ড), তাপস পাল (অক্টোপ্যাড), **সঞ্চালনা :** নন্দিতা ভট্টাচার্য্য

২৯ ফেব্রুয়ারি ,২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** হারাধন দেবনাথ, পূজা বনিক, মণিকা দেব, সুস্মিতা চৌধুরি, শ্যামা নমঃ, তনুজা চক্রবর্তী, **ককবরক সংগীত :** লাইবুমা ক্রিয়েশন, **যন্ত্রানুসঙ্গে :** তমাল দাস(তবলা), সমর দেববর্মা (কি-বোর্ড), চয়ন দে (অক্টোপ্যাড), **সঞ্চালনা :** অধিরাজ দেববর্মা

১ মার্চ ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** অঞ্জু মোদক, দিলীপ কুমার সিং, শুভদ্রা দেববর্মা, মিনতি মারাক, সজল সাহা, **যন্ত্রানুসঙ্গে :** বিপ্লব আচার্য্য, (তবলা), কিশোর নট্ট (কি-বোর্ড), কণজিৎ দাস (অক্টোপ্যাড) **সঞ্চালনা :** শর্মিষ্ঠা রায়

২ মার্চ ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** মনোরঞ্জন দেবনাথ,চন্দনা সিংহ,নবমিতা সাহা,অঞ্জনা সিনহা,অজয় বাউল,স্নেহা শীল,অপর্ণা নাথ,সুরজীৎ সাহা, **তবলা লহড়া :** সঞ্জয় দত্ত এবং প্রসেনজীৎ নন্দী, **যন্ত্রানুসঙ্গে :** পরাগ চৌধুরি (তবলা),সঞ্জীব ধানুক (কি-বোর্ড),সঞ্জিত সাহা (অক্টোপ্যাড) **সঞ্চালনা :** অপরাজিতা মজুমদার

৩ মার্চ ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** সুশোভন ভট্টাচার্য্য,সুচরিতা ভৌমিক,অর্পিতা দেব,স্বপন ভৌমিক,বাপন সাহা,জাগৃতি সরকার, **তবলা লহড়া :** পরাগ চৌধুরি, **যন্ত্রানুসঙ্গে :** কৌশিক বনিক (তবলা), পার্শিক ঘোষ(কি-বোর্ড), চয়ন দে(অক্টোপ্যাড) **সঞ্চালনা :** পিন্টু পাল

৪ মার্চ ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** উৎপল দাস,খোকন সরকার, শতরূপা চক্রবর্তী,সংহিতা চক্রবর্তী,দেবলীনা সাহা, সুমনা দাস, নীহারিকা দাস, **যন্ত্রানুসঙ্গে :** মেঘনাথ চক্রবর্তী(তবলা), তপন রায়(কি-বোর্ড), কিষান দে (অক্টোপ্যাড), **সঞ্চালনা :** সুশান্ত আচার্য্য

৫ মার্চ ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** শ্রেয়া সরকার, কৃষান দাস, সহিষ্ণা দাস, অপর্ণা চৌধুরি, শাওলী রায়, শম্বার্সন ঘোষ, **বাঁশী বাদন :** অলক দাস ,**যন্ত্রানুসঙ্গে :** তথাগত দাস(তবলা), সুশীল থাপা (কি-বোর্ড), বাপন সাহা(অক্টোপ্যাড) **সঞ্চালনা :** নিকীতা বনিক

৬ মার্চ ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- **একক সংগীত :** পাপড়ি ভট্টাচার্য্য,অনামিকা মজুমদার,স্বর্নালী মজুমদার, শুভ্রা ধর,সংহিতা চৌধুরি,সঙ্গীতা চৌধুরি, সুদীপ বেদা, **যন্ত্রানুসঙ্গে :** জয়ন্ত ধর(তবলা), তপন রায়(কি-বোর্ড), জয়দ্বীপ সাহা (অক্টোপ্যাড), **সঞ্চালনা :** সত্যজিৎ চৌধুরি

৭ মার্চ ২০২০, সন্ধ্যা ৭ টা

- সমবেত সংগীত : বির্বতন **সঞ্চালনা :** মিঠন দত্ত

- এছাড়া ও প্রতিদিন বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে ত্রিপুরার ৮ টি জেলার শিল্পীবৃন্দ, রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীদের নিয়ে থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

(প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত এবং ছুটির দিনে রাত্রি ৯ : ৩০ মিনিট পর্যন্ত মেলা চলবে।)

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-1742/2019-20

রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলা

কটক, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে পৌছে গেল বাংলা। বাংলা-ওড়িশার কোয়ার্টার ফাইনাল ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে রঞ্জির শেষ চারে পৌঁছে গেল বাংলা । ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে কর্নাটক ও জম্মু-কাশ্মীরের বিজয়ীর মধ্যে লড়াই হবে বাংলার। ২ মরশুম পর রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে পৌঁছল বাংলা। কটকে ওড়িশার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে শেষ চারে পৌঁছলেন মনোজ তিওয়ারিরা। ম্যাচ সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত শতরান করা বাংলার অনুষ্টুপ মজুমদার। সেমিফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ হতে চলেছে কর্নাটক। বাংলার শুরু কটকের ড্রিমস গ্রাউন্ডে টসে জিতে বাংলাকে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় ওড়িশা।

মাত্র ৯ ও ৭ রানে সাজঘরে ফিরে যান বাংলার ওপেনার কৌশিক ঘোষ ও অভিমন্যু ইশ্বরণ। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা অভিষেক রমন ১ রানের বেশি করতে পারেননি। ২৪ রান করে আউট হন অর্নব নন্দী। মনোজ তিওয়ারির ব্যাট থেকে আসে মাত্র চার রান। ৪৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল বাংলা।

ঘুরে দাঁড়ানো মনোজ তিওয়ারি আউট হওয়ার পর ক্রিজে আসেন বাংলার উইকেটরক্ষক শ্রীবৎস গোস্বামী। তাঁর সঙ্গে অনুষ্টুপ মজুমদারের মধ্যে ৯৫ রানের পার্টনারশিপ হয়। দলের ১৪১ রানের মাথায় ব্যক্তিগত ৩৪-র স্কোরে আউট হন শ্রীবৎস্য। এরপরেই ব্যাট করতে নামেন অল-রাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। টালমাটাল অবস্থা থেকে বাংলাকে টেনে তোলে অনুষ্টুপ মজুমদার ও শাহবাজ আহমেদের পার্টনারশিপ। জুটিতে ১৭১ রান তোলেন দুই ক্রিকেটার। শুক্রবার সকালে ১৫৮ বলে ৮২ রান করে আউট হন শাহবাজ। ২৩৯ বলে ১৫৭ করেন অনুষ্টুপ। পুরোপুরি ব্যর্থ হয় বাংলার লোয়ার অর্ডার। ওড়িশার প্রথম ইনিংস জবাবে প্রথম ইনিংসে ২৫০ রানের বেশি তুলতে পারেনি ওড়িশা। দুর্দান্ত বোলিং করেন বাংলার তিন পেসাররা। ৩টি করে উইকেট নেন ইশান পোড়ল, নীলকান্ত দাস ও মুকেশ কুমার। ১ উইকেট নেন স্পিনার শাহবাজ আহমেদ। বাংলার লড়াই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ওড়িশার ওপর কার্যত চেপে বসেন বাংলার ব্যাটসম্যানরা। অভিজ্ঞ মনোজ তিওয়ারি ও অনুষ্টুপ মজুমদার ব্যর্থ হলেও অভিষেক রমন (৬৭), শ্রীবৎস্য গোস্বামী (৭৮) ও শাহবাজ আহমেদের (৬৪) ব্যাটে ভর করে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭৩ রান তোলে বাংলা। ওড়িশাকে ৪৫৬ রানের লক্ষ্য দেয় বাংলা।

ভারতের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে স্মরণীয় জয় নিউজিল্যান্ডের

ওয়েলিংটন, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ইনিংস হারের লজ্জা এড়ালেও ওয়েলিংটন প্রথম টেস্টে ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দিল নিউজিল্যান্ড। ওয়েলিংটনে খারাপ বোলিং এবং লজ্জার ব্যাটিংয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল টানা সাত টেস্ট জেতা কোহালিদের অশ্বমেধের ঘোড়া। সোমবার বিশাল ব্যবধানে জিতে একশোতম টেস্ট ম্যাচ জেতার সঙ্গে সঙ্গে ১-০-তে সিরিজে এগিয়ে কিউয়িরা।

তৃতীয় দিনের শেষে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি যে দিকে মোড় নিয়েছিল, তাতে প্রথম টেস্টে ভারতের হার খানিকটা প্রত্যাশিত ছিল। তবে এভাবে আত্মসমর্পণ করে মাঠ ছাড়বে কোহলি অ্যান্ড কোং, সেটা অনুমান করা যায়নি। প্রথম ইনিংসের নিরিখে ১৮৩ রানে পিছিয়ে পড়া ভারত তৃতীয় দিনের শেষে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান তুলেছিল। তখনও ইনিংস হার এড়াতে ভারতের দরকার ছিল ৩৯ রান। হাতে ৬টি উইকেট থাকায় মনে করা হচ্ছিল ভারত কিছুটা হলেও পালটা লড়াই চালাবে। তবে চতুর্থ দিনের সকালেই টিম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৯১ রানে। অর্থাৎ ভারতের বাকি ৬ জন ব্যাটসম্যান সাজঘরে ফেরেন ৪৭ রান যোগ করে। জয়ের জন্য নিউজিল্যান্ডের সামনে মাত্র ৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা ঝুলিয়ে দেয় ভারত।

শেষ ইনিংসে ১০ বল ক্রিজে কাটিয়েই কিউয়িরা জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সব মিলিয়ে ভারতের ১৬৫ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৩৪৮ রান তোলে। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে অল-আউট হয় ১৯১ রানে। নিউজিল্যান্ড শেষ ইনিংসে ১.৪ ওভার ব্যাট করে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৯ রান তুলে নেয়। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন টিম সাউদি।

ভারতের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটের এই স্মরণীয় জয় নিউজিল্যান্ডের কাছে নিঃসন্দেহে মাইলস্টোনসূচক। কেননা টেস্ট ক্রিকেটে কিউয়িদের এটি ১০০তম ম্যাচ জয়। পাশাপাশি রস টেলরের ব্যক্তিগত মাইল ফলকও জয় দিয়ে উজ্জ্বল করে রাখে নিউজিল্যান্ড।

একটা পরাজয়ে ভারত খারাপ দলে পরিণত হচ্ছে না : কোহলি

ওয়েলিংটন, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে ধরাশায়ী হয়েছে ভারতঊ তবে এই একটা পরাজয়কে গুরুত্ব দিতে নারাজ ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ঊ সোমবার ওয়েলিংটন প্রথম টেস্টে হারের পর কোহলি বলেন, একটা পরাজয়কে রাতারাতি ভারত খারাপ দলে পরিণত হচ্ছে না।

বেসিন রিজার্ভে সোমবার ভারতকে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের এটাই প্রথম পরাজয়। এই টেস্টে সব বিভাগেই যে ভারত পর্যুদস্ত হয়েছে, তা মেনে নিয়ে ম্যাচের পর ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি বলেন, ১০ উইকেটে এই হারকে কেউ বড় করে দেখাতে চাইলে তাঁর কিছু করার নেই। কোহালির কথায়, "আমরা জানি যে ভাল খেলতে পারিনি। কিন্তু, এটাকে যদি বিশাল বড় করে দেখা হয়, তবে তা মানতে পারব না। কারণ, আমরা নিজেরা তা মনে করি না। কারও কারও মনে হতেই পারে যে, এটাই পৃথিবীর শেষ. কিন্তু তা তো নয়। আমাদের কাছে এটা স্রেফ আর একটা পরাজয়। আর আমরা তা পিছনে ফেলে এসেছি। এবং মাথা তুলেই রাখছি।" তিনি আরও বলেছেন, "আমরা জানি যে জিততে হলে ভাল খেলতে হবে। আর তা ঘরের মাঠের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তো কোনও ম্যাচই অনায়াস হয় না। সব দলই জেতার জন্য মাঠে আসে। এটাকে মেনে নিতে হবে। আর সেটার উপরই দলের চারিত্রিক দৃঢ়তা নির্ভর করে।"

যতই সমালোচনা হোক, তা যে ভারতীয় শিবির পাত্তা দিচ্ছে না, তা মনে করিয়ে দিয়ে কোহালি বলেন, "সমালোচনাকে পাত্তা দিই না বলেই আমরা এই ধরনের ক্রিকেট খেলছি। বাইরের শোরগোলে নজর দিতে গেলে আমরা ফের সাত-আট নম্বরে চলে যেতাম। বাইরে থেকে কে কী বলছে, তা একেবারেই গুরুত্ব দিই না আমরা। এটাতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমরা পরের টেস্ট জেতার জন্য মরিয়া থাকব। কিন্তু আমরা খেলার ধরন পাল্টে ফেলব না বাইরের কথা শুনে। তবে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে যা যা করা দরকার, তার করব। আমরা আর একটা ম্যাচ হারব কি না তা নিয়ে ভাবছি না। তবে আমরা কিন্তু পিছনে পা ফেলব না।"

হারের কারন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোহলি বলেন, নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের মানসিকতা পড়তে পেরেছিল এবং ব্যাটসম্যানদের এমন কিছু করতে বাধ্য করেছে, তা তারা করতে চায়নি। কখন আক্রমণে যেতে হবে এবং বোলারদের চাপে ফেলতে হবে.. এ ক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্ম রেখা রেখা ও ভারসাম্য রয়েছে, তা সঠিকভাবে এই ম্যাচে কার্যকর করতে পারেনি ভারতের ব্যাটসম্যানরা এবং তা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই। কিউয়ি বোলারদের ভালো বোলিং এবং ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিপক্ষের বোলারদের ওপর পাল্টা চাপ তৈরির করতে না পারাই এই হারের কারণ বলে মন্তব্য করেছেন কোহলি।

টলরের সৌজন্যে শততম টেস্ট জয় ১০০ ওয়াইনের বোতলে উদযাপন করল নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দলের শততম টেস্ট ১০০ ওয়াইনের বোতল সহকারে উদযাপন করল নিউজিল্যান্ড ঊ আর এই ওয়াইনের বোতল দিলেন এই ম্যাচেই শততম টেস্ট খেলা দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান রস টেলর।

এদিন টেস্ট শেষ হওয়ার পর ইনস্টাগ্রামে এক বোতল ওয়াইনের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, "ওয়ান ডাউন। আরও ৯৯ বাকি। দুর্দান্ত টেস্ট জয়ের পর সতীর্থদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে দারুণ লাগছে।"

সোমবার ভারতের বিরুদ্ধে তাদের শততম টেস্ট ম্যাচ জিতল নিউজিল্যান্ড। ক্রিকেটবিশ্বে সপ্তম দল হিসেবে এই নজির গড়ল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। সেই সঙ্গে এটি দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান রস টেলরের শততম টেস্ট ম্যাচ ছিল ঊ আর এই ম্যাচের জয় উদযাপন করতে দলকে ১০০ ওয়াইনের বোতল দেন টেলর ঊ যা ম্যাচ শুরু আগে তাঁকে উপহার দিয়েছিল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।এর আগে নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে স্টিফেন ফ্লেমিং, ড্যানিয়েল ভেট্টোরি ও ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ১০০ টেস্ট খেলেছিলেন। রস টেলর হলেন চতুর্থ কিউয়ি যিনি ১০০ টেস্ট খেললেন। এই ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিকে তিন ধরনের ফরম্যাটেই ১০০ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন টেলর ।

ট্রাম্পের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করল নতুন করে গড়ে ওঠা বিশ্বের সবচেয়ে বড় মোতেরা স্টেডিয়াম

আহমেদাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ বিশ্বের সবচেয়ে বড় মোতেরা স্টেডিয়াম। সোমবার জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে উদ্বোধন হল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল স্টেডিয়ামের ঊ শচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড বিজড়িত আহমেদাবাদের মোতেরার এই লক্ষাধিক দর্শকাসন বিশিষ্ট স্টেডিয়ামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক ট্রাম্পের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । উপস্থিত ছিলেন বিসিসিআই সভাপতি তথা টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের তারকারা।গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এই স্টেডিয়ামে এক সঙ্গে ১ লক্ষ ১০ হাজার ক্রিকেটপ্রেমী বসে খেলা দেখতে পারবেন। উদ্বোধনের মুহূর্তে স্টেডিয়াম ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ৬৩ একর জমির উপর নতুন করে গড়ে ওঠা মোতেরা স্টেডিয়ামের বিশেষত্ব হল অ্যান্টি ব্যাক্টেরিয়াল এলইডি ফ্লাড লাইট।১ লক্ষ ২৪ দর্শকাসন আসন বিশিষ্ট মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে ছাপিয়ে ভারতের এই মাঠ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের স্বপ্ন দেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। গান্ধীনগর থেকে নয়াদিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেই স্বপ্ন সত্যি হল । বিশ্বের মানচিত্রে অন্য জায়গা করে নেওয়া মোদীর এই 'ড্রিম প্রোজেক্ট' প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরে উদ্বোধন হল আজ।

No. F.2 (15)/BDO/OACT/LPC (PS)/2019-20/ 76-72- - Dated: - 20.02.2020

Notice inviting Quotation

The Undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites rate quotations from the bonafide and eligible bidders in sealed cover for Foot Sewing Machine, per piece, of good quality inclusive of all taxes and carrying charges for distribution of Foot Sewing Machines to various beneficiaries of different GPs/VCs under Old Agartala Panchayat Samiti. The rate should be quoted both in figures & words in plain paper. The Quotationer have to attach a D-call amount of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousands) only in favour of THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, Old Agartala RD Block, West Tripura, from any Bank through bank draft. The stated sealed cover of the Quotationer should be captioned "Quotation for the Rate of Foot Sewing Machine". Sealed Quotations should be dropped in the Quotation Box, kept at the chamber of the Block Development Officer, Old Agartala R.D. Block between 11:00 am to 3:00 pm during the Office hours till 29th February'2020 from the day of issue of this notification. The Quotations will be opened on the same day at 4.00 pm if possible in presence of the bidders who will remain present at time of opening the quotations. The detailed terms & conditions are mentioned as below:-1. The Foot Swing Machines of good qualities should be supplied within 07(seven) days as per specification otherwise supplied item shall be rejected. 2. Admissible Taxes as applicable may be deducted from the bill. 3. Quantity of the Foot Swing Machine may be increased or decreased. 4. No Quotation will be received after the last date of submission of Quotation by the suppliers as per date mentioned by the undersigned. 5. Trade License, GST registration Certificates, PAN Card, AADHAR Card & Tax clearance Certificate of the Quotationer is to be supplied with the Quotation.

Sd/- Illeible
Block Development Officer
Old Agartala R. D. Block

ICA/C-2595/2019-20

TRIPURA. PUBLIC SERVICE COMMISSION

Agartala
24th February, 2020

Reference:- Advertisement No. 04/2018 dated 30.04.16 and addendum dated 09-07-2019

On the basis of results of the Main (Written) Examination held on and from 29.12.2017 to 21.01.2018 and 02-01 -202U to 07-01-,2020 for recruitment to the Tripura Civil Service-Graded-II & Tripura Police Service-Grade-II, Group-A Gazetted under GA (NM Department, Govt of Tripura, the candidates bearing the following Roll Numbers are provisionally called for the Personality Test. Date of Personality Test will be notified in due course in vityww,tp*ci,gov,tn.

00168	00201	00392	00425	00464	00584	01062	01240
01297	01311	01317	01327	01396	01420	02118	02158
02210	02235	02252	02337	02384	02388	02399	02557
02583	02701	02726	02764	02817	02920	02942	02948
03003	03495	03500	03573	03523	03549	03702	03729
03736	04087	04133	04206	04238	04299	04350	04403
04448	04473	04568	04724	04762	04809	04844	04886
04957	05226	05255	05300	05492	05624	05718	05747
05760	05786	06034	06043	06063	06102	06371	06389
06486	06491	06630	06653	06800	06833	07134	07332
07333	07518	07757	07806	07828	07861	07882	07908
07911	07954	07998	08078	08139	08169	08362	08371
08514	08523	08558	08565	08826	08847	08966	09062
09099	09168	09225	09248	09530	09543	09605	09607
09664	09720	09739	09759	09769	09919	09988	10010
10014	10066	10076	10111	10112	10130	10303	10330
10364	10371	10385	10411	10693	10844	11008	50001
50002	50003	50004	50006	50009			

The candidates are Instructed to submit self attested copies of all required documents as mentioned in the said Advertisement to the Reception Counter of Commission's Secretariat during office hour **on or before 6th March, 2020 falling which candidature will be summarily rejected.** The Commission will not entertain any Application/letter thereafter. Detailed Programme and Admission Certificates of provisionally qualified candidates will be uploaded in the Comrrussion's Website www.tpsc.gov.in in due course.

For further details please visit www.tpsc.gov.in

The Commission will not be responsible for printing error, if there be nay.

(S Mog)
SECRETARY

বিএসএনএল কর্মীদের সারাদিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। সারা দেশব্যাপী কর্মসূচির অন্তর্গত ত্রিপুরায় বিএসএনএল কর্মীরা একদিনের অনশন ধর্মঘট পালন করেছেন। এ-বিষয়ে বিএসএনএল কর্মচারী ইউনিয়নের পশ্চিম জেলা সভাপতি দেবজিৎ মজুমদার বলেন, কর্মীদের বেতন সময়মতো মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। উপরন্তু, কর্মীদের উপর ব্যবসায় ক্ষতির দায় চাপানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দাবি পূরণ না করলে, আগামী তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপাবে।

এদিন দেবজিৎ বাবু বলেন, গত ১১ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ ধর্ণার মাধ্যমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। তাই, আজ সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে ত্রিপুরায় সারাদিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট পালন করেছি। তিনি বলেন, বিএসএনএল-কে ৪জি স্পেকট্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কিন্তু, এখনো পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, ৪জি স্পেক্ট্রামের অভাবে বিএসএনএল ব্যবসা করতে পারছে না। অথচ, ব্যবসায় ক্ষতির দায় বিএসএনএল কর্মীদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে, উষ্মা প্রকাশ করে বলেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের প্রায় ১০ মাস ধরে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি স্থায়ী কর্মীরাও গত জানুয়ারি থেকে বেতন পাচ্ছেননা। তাঁর দাবি, অবিলম্বে বিএসএনএল-র হাল ফেরাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক কেন্দ্রীয় সরকার।

সংবিবান নিয়ে চর্চাকে স্বাগত জানালেন উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সংবিধান নিয়ে জনমানসে চর্চায় খুশি উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। বিষয়টিকে ইতিবাচক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে আদর্শবোধ গড়ে তুলতে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত সংবিধান পাঠ করা এবং ভাবটাকে বোঝা।

পানাজির গোয়া বিশবিদ্যালয় ৩২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, অধিকার এবং কর্তব্য একে অন্যের হাত ধরে চলে। কর্তব্য পালন করা উচিত প্রতিটি নাগরিকের। গণতন্ত্রে হিংসার কোনও স্থান নেই। যুবসমাজের উচিত নেতিবাচক শক্তি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা। একবিংশ শতাব্দী উদার অর্থনীতিতে কাজের সুযোগ বেড়েছে। ফলে যুবসমাজের উচিত নিজেদের আরও বিকোশিত করতে হবে। পাশাপাশি মেয়েদের লেখাপড়ার উপর সমান গুরুত্ব দেন তিনি।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েসনের নির্বাচন ৭ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েসনের নির্বাচন আগামী ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনজীবীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত। মনোনয়নগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে ২রা মার্চ থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ১৯০ জন। ভোটগ্রহণকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ‘সর্বোত্তম সম্মান’ অধ্যাপক সি ভি চন্দ্রশেখরকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স ‘সর্বোত্তম সম্মান’ প্রখ্যাত ভারতনাট্যম গুরু প্রফেসার সি ভি চন্দ্রশেখরকে প্রদান করা হয়। সোমবার আগরতলায় রবীন্দ্র ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে। ‘সর্বোত্তম সম্মান’ ২০০৬ সাল থেকে প্রদান করে আসছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স।

সঙ্গীত ও নৃত্যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন সি ভি চন্দ্রশেখর। তিনি তাঁর জীবনের বেশীরভাগ সময় ভারতনাট্যমে নিবদন করেন। সম্মান গ্রহণ করে প্রফেসার সি ভি চন্দ্রশেখর বলেন, আমি এই সম্মান পেয়ে অত্যন্ত অভিভূত। আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি ত্রিপুরার জনগণের সাথে একাত্ম হতে পেরে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টরদ্বয় রূপক সাহা এবং অর্পিতা সাহা।

রাজ্যে শান্তির পরিবেশ কায়েম হয়েছে, দাবি করলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই/ তেলিয়ামুড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে। অন্তত, সরকারি অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি দেখে আপ্লুত উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এই দাবি করেছেন। তিনি এই শান্তির পরিবেশ রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন।

আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত খাসিয়ামঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের ‘হাচুক খুরি’ কমিউনিটি হলের দ্বারোদঘাটন হয়েছে। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক ডা: অতুল দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, পূর্বোদেয়া সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব, খোয়াইয়ের জেলাশাসক স্মিতা মল প্রমুখ।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ‘হাচুক খুরি’ কমিউনিটি হলের উদ্বোধনের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নে এক নতুন পালক যুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানে মা-বোনেদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখে বোঝা যায় রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরে এসেছে। এই পরিবেশ কেউ বিনষ্ট করতে চাইলে শক্ত হাতে তা প্রতিহত করুন, আবেদন উপমুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর দাবি, এই সরকার প্রতিনিয়ত ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। মানুষকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে সরকার প্রতিনিয়ত মানুষের কাছে ছুটে যাচ্ছে, যা বিগতদিনে দেখা যায় নি।

আজ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতি দেব প্রমুখ। এই হল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আর ডি দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকার আশীষ মানিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাসিয়ামঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উমা চৌধুরী সরকার।

৩৮তম আগরতলা বইমেলা উদ্বোধন কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ৩৮তম আগরতলা বইমেলা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টায় বইমেলার উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক মিমি মজমদার, রাজা রামমোহন রায় লাইবেরী ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান কা'ন গুপ্তা। নতুন আঙ্গিকে নতুন পরিসরে এবার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১২ দিনব্যাপী এই বইমেলা চলবে ৮ মার্চ অবধি। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে মেলা শুরু হবে। চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। ছুটির দিনে বেলা ২টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বইমেলা খোলা থাকবে। বইমেলা উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত হবে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাচক্র, কবি সম্মেলন, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিস্ট ব্যক্তিগণ আলোচনাচক্রগুলিতে অংশগ্রহণ করবেন। পাঁচদিনের কবি সম্মেলনে সারা রাজ্যের বিভিন্ন ভাষার কবিগণ তাঁদের রচিত কবিতা পাঠ করবেন। মেলায় প্রতিদিন আয়োজিত হবে বর্ণাঢ্য সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে রাজ্যের তিন সহস্রাধিক শিল্পী অংশ নেবেন। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলা দেশের 'পাহাড়ের রঙ' নামের একটি সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীগণও সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

ট্রাম্পের নৈশভোজ বয়কট কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারত সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্মানে দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঘরের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ।। রাজধানী আগরতলার জেলা আদালতের ছাদ থেকে পড়ে এক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। আহত শ্রমিকের নাম সঞ্জয় বণিক বলে জানালেন বার অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি মৃণালকান্তি বিশ্বা। তিনি জানান, ছাদে জলের ট্যাঙ্কের কানেকশন পরিবর্তন করতে গিয়ে পা পিছড়ে উনার সামনে নিচে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৌড়ে গিয়ে দমকল কর্মীদের খবর দিলে, দমকল কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এসডিজি কনক্লেবে উত্তর-পূর্বের জন্য আরো আর্থিক বরাদ্দ চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। স্মার্ট সিটির মতো ৫০:৫০ অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব প্রকল্প গুলি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে, সেগুলো ৯০:১০ করার দাবী জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। আসামের গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল শীর্ষক এক সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্যকে নিয়ে অনুষ্ঠিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল কনক্লেবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতী সংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত ১৬ দফা স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে রাজ্যে কাজ চলছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্বভার গ্রহণের পরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। যার ফলে এই অঞ্চল এখন নতুনভাবে পরিচিত পেল। তাঁর প্রয়াসে এই অঞ্চল আর্থিক বিকাশ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের মূল ধারার কাছাকাছি চলে এসেছে। সেই ধারাতে এ রাজ্যেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন গত ২৩ মাসে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অর্থাৎ স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম

মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যকে দারিদ্র মুক্ত করার জন্য এম জি এন রেগা প্রকল্পে শ্রম বরাদ্দ ৩ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪ কোটি করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-১৮ সালে যেখানে গড় শ্রম দিবস ছিল ৩৩.৬৮ শতাংশ, সেখানে বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৫২.১ শতাংশ। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, দিনদয়াল অন্তদয় যোজনা সহ নানা প্রকল্প রাজ্য সরকার সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কৃষকদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির শোধরানোর প্রশ্নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য তাদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা শুরু হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে, যা কৃষকদের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ১,৯৭,৫৩৯ জনের একাউন্টে ১৩৮.০৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে এনসিইআরটি পাঠ্যক্রম চালু করা, ৩০-৩০ প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো, কেন্দ্রীয় ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এসিআর চালু সহ নানা বিষয় স্থান পায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে।

রাজ্যে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য সরকার কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ও মহিলা সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে পুলিশ নিয়োগে ১০ু সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করেন তিনি। বলেন মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১৬.৪৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও সরকার আরো কমানোর জন্য নিয়মিত কাজ করে চলেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

এদিন এছাড়াও ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে শুদ্ধ পানিয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার

আন্দোলনে নামছে বুক সেলার্স এন্ড পাবলিসার্স এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারি।। বিভিন্ন দাবী আদায়ে আগামী ১১ মার্চ রাজ্যব্যাপী পুস্তক ব্যবসায়ীদের দোকান ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট পালন করবে অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স এসোসিয়েশন। সেই সাথে আগরতলা শহরে মিছিলও করবে এসোসিয়েশনের সদস্যরা। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

কর্মকর্তারা আরও জানান, ওইদিন মিছিল শেষ ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে ২ ঘন্টার গণঅবস্থান পালনকরবে। গণ অবস্থান থেকে সারা রাজ্যের সদস্যদের স্বাক্ষর সম্বলিত মানবিক আবেদনপত্র প্রধানমন্ত্রী ও মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানোহবে।

যেসব দাবীতে সংগঠন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেইসব দাবীগুলির মধ্যে রয়েছে, রাজ্য সরকার নবম ও একাদশ শ্রেণীর যেসব বইপ্রকাশ করে শিক্ষক শিক্ষিকার মাধ্যমে নগদ দামে বিক্রয় করছেন তা এসোসিয়েশনের সদস্যদের তথা পুস্তক ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া। সেই সাথে নবম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পুস্তক ও এসোসিয়েশনের সদস্যদের দ্বারা বিক্রির ব্যবস্থা করা।

দিল্লির হিংসার জন্য কপিল মিশ্রকে দায়ী করল ওয়েসি, শান্তি বজায় রাখার আর্জি বিজেপি নেতা

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির হিংসার জন্য বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রকে দায়ী করেছেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েসি। তাঁকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তুলে টুইটারে সরব হয়েছেন তিনি উ যদিও ওয়েসির অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি কপিল মিশ্র। তবে টুইটারে বিক্ষোভকারীদের শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানিয়েছেন তিনিউ

সোমবা সপরিবারে দু'দিনের ভারত সফরে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সন্ধ্যায় আগরা থেকে তিনি দিল্লি আসেন। তার মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে দিল্লি উ ইতিমধ্যে দুইজনের প্রাণহানি হয়েছেউ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত প্রশাসন ওই এলাকায় ১৪৪ ধারাও জারি করেছে। এই ঘটনার জন্য বিজেপি নেতা কপিল মিশ্রকে দায়ী করেছেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন নেতা আসাদউদ্দিন ওয়েসি। নাম না করে তিনি টুইটারে লেখেন "প্রাক্তন বিধায়ক এবং এক বিজেপি নেতার উস্কানিমূলক মন্তব্যই এ দিনের দাঙ্গার জন্য দায়ী। এখন তো পুলিশের যুক্ত থাকার প্রমাণও স্পষ্ট। ওই প্রাক্তন বিধায়ককে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। হিংসা রুখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, নইলে এটা আরও ছড়িয়ে পড়বে।"

যদিও ওয়েসির অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি কপিল মিশ্র। তবে টুইটারে বিক্ষোভকারীদের শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানিয়ে তিনি লিখেছেন, "সকলের কাছে আমার আনুরোধ, হিংসার মাধ্যমে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দিল্লিতে ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকুক। তাতেই সকলের মঙ্গল। সিএএর সমর্থক হোন বা বিরোধী, হিংসা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। সকলের কাছে আমার অনুরোধ, হিংসা বন্ধ করুন।"

উল্লেখ্য, রবিবারই পুলিশকে হুমকি দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র। তিন দিনের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের না হঠালে তাঁরাও পাল্টা রাস্তায় নামবেন। সেই নিয়ে গতকাল থেকেই তেতে উঠেছিল জাফরাবাদ।-

অযোধ্যায় তৈরি হবে মসজিদ-হাসপাতাল, সরকারের দেওয়া জমি গ্রহণ করে জানাল সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড

লখনউ, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সরকারের দেওয়া পাঁচ একর জমি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। সোমবার উত্তরপ্রদেশ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, অযোধ্যায় কেন্দ্রের দেওয়া পাঁচ একর জমি তাঁরা গ্রহণ করবেন। তবে, ওই জমিতে শুধু মসজিদ তৈরি হবে না। তৈরি হবে একটি গবেষণা কেন্দ্র, একটি হাসপাতাল এবং একটি পাঠাগারও তৈরী হবে।

গত বছরের নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা মন্দির-মসজিদ জমি বিতর্কের নিরসন করে অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে ট্রাস্ট গড়ে রামমন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করে উত্তরপ্রদেশের পবিত্র শহরের কোনও উল্লেখযোগ্য জায়গায় নতুন মসজিদ তৈরির জন্য সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে ৫ একর জমির বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেয়।অযোধ্যা থেকে প্রায় ৩০ কিমি দূরে লখনউ-গোরক্ষপুর হাইওয়েতে ধান্নিপুরে ওই জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। সোমবার উত্তরপ্রদেশ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড ওই পাঁচ একর জমি গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে।

সোমবার লখনউতে উত্তরপ্রদেশ সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের বৈঠক ছিল। তাতেই কেন্দ্রের দেওয়া জমি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান জাফর ফারুকি, এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের দেওয়া পাঁচ একর জমি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" ফারুকি জানিয়েছেন, শীঘ্রই ওই জমিতে মসজিদ তৈরির জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে। সেই ট্রাস্টই ঠিক করবে কীভাবে, কত বড় মসজিদ তৈরি হবে। ওই মসজিদটির নাম মোঘল সম্রাট বাবরের নামে রাখা হবে কিনা, সেটাও ঠিক করবে ওই ট্রাস্ট। ফারুকি আরও জানিয়েছেন, ওই পাঁচ একর জমিতে শুধু মসজিদ তৈরি হবে না। ওখানে একটি ইন্দো-ইসলামিক গবেষণাকেন্দ্র, একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার এবং একটি লাইব্রেরিও তৈরি করা হবে। এছাড়াও, ওই জমিটিকে আর কোনও সমাজসেবামূলক কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা, সেটা নিয়েও আলোচনা করা হবে। মসজিদটি ঠিক কত বড় হবে, তা ঠিক করা হবে পরিস্থিতি বুঝে।

সাংবাদিকতায় নৈতিকতার অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সাংবাদিকতায় নৈতিকতার অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন গণজ্ঞাপনের বিশেষজ্ঞরা। সোমবার কলকাতা প্রেসক্লাবে ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের সহযোগিতায় গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতায় নৈতিকতাবোধ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই সাংবাদিকতায় অবনতি এবং বাকস্বাধীনতার স্থলন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিশেষজ্ঞরা।

সভায় বক্তব্য রাখতে প্রসারভারতীর প্রাক্তন সিইও জহর সরকার বলেছেন, ভারতীয়দের কাছে গণতন্ত্রকে প্যাকেজ হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছিল। যারা করেছিল তাঁরা প্রত্যেকেই পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত ভারতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়নি। জরুরি অবস্থার সময় সঙ্গে আজের পরিস্থিতির কথা তুলনা করে তিনি বলেন সেই সময় সি আর ইরানি স্টেটসম্যান পত্রিকার দফতরের বাইরে দাঁড়িয়ে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু এখনকার যা পরিস্থিতি তাতে ক'জন সাংবাদিক এই ভাবে সোচ্চার হতে পারবে। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে ভুয়ো খবরের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

সাউথ এশিয়া ওম্যান ইন মিডিয়ার সাধারণ সম্পাদিকা স্বাথী ভট্টাচার্য আক্ষেপের সুরে বলেন সাংবাদিকতায় নৈতিকতা বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। সাংবাদিকদের মানহানি মামলার ভয় থাকে। পাশাপাশি সাংবাদিক নিগ্রহের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন তিনি জানিয়েছেন, বিগত পাঁচবছরে ৪০ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। সংবাদকর্মীদের উপর ১৯৮টি হামলা হয়েছে। যার মধ্যে শুধু ২০১৯ সালেই ৩০টি হামলার ঘটনা সামনে এসেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

নির্বাচন কমিশনারকে তলব করেছেন, টুইট করে জানালেন পঃবঙ্গের রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসকে তলব করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে তিনি তলব করেছেন বলেই টুইট করেন স্বয়ং রাজ্যপাল।

এর পর প্রশ্ন উঠেছে, আবার কি রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতের পথে রাজ্যপাল? কার্যত সেই দিকেই এগোচ্ছে গতিপ্রকৃতি। রাজ্যে আসন্ন পুরসভা নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য নেওয়ার জন্যই রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসকে তলব করা হয়েছে বলে টুইট করে জানিয়েছেন রাজ্যপাল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত নিয়েই এবার ফের বিতর্ক তৈরি হবে।

কিছুকাল আগে রাজ্য বিজেপি-র তরফে এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সঙ্গে রাজভবনে গিয়ে দেখা করে। আগামী পুরনির্বাচন আদৌ সুষ্ঠুভাবে হবে কিনা, তা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যপালের কাছে তাদের শঙ্কা প্রকাশ করেছে। এর পর জগদীপ ধনকর কমিশনারকে ডেকে সব তথ্য জানতে চাইলে সরাসরি রাজ্যের সঙ্গে সংঘাতের আবহ তৈরি হতে পারে। তাতে দু'পক্ষের মধ্যেই তিক্ততা বাড়বে বই কমবে না। সোমবার সকালে টুইটারে রাজ্যপাল

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।